বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মসম্পাদনের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির পর পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ সরকারের সমীপে পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদনে কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনে জ্বালানি খাতের ট্যারিফ নির্ধারণ, সালিশ মীমাংসা, লাইসেন্স প্রদান, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ নানা বিষয়ে কমিশনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক জ্বালানি নিরাপত্তা। কমিশন কর্তৃক সকল স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল', 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এবং 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার ফলে দেশীয় কোম্পানিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে' জমাকৃত অর্থ এলএনজি আমদানির বিপুল পরিমাণ ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকল্পে যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি আধুনিক ও জনবান্ধব অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে বলে বিশ্বাস করি।

কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মনোয়ার ইসলাম)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	০৩
কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম:	০৭
কমিশনের গঠন	০৯
কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	০৯
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রোফাইল	১০-১৪
কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা	১৫
কমিশনের কার্যপরিধি	১৬
কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	১৭
কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো	১৮
কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ (কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা, গণশুনানি)	১৯-২৪
প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম	২৫-৩০
বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম	৩১-৩৮
গ্যাস বিভাগের কার্যক্রম	৩৯-৪৬
পেট্রোলিয়াম বিভাগের কার্যক্রম	৪৭-৫৪
আইন ও বিধি বিভাগের কার্যক্রম	৫৫-৫৮
অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম	৫৯-৬৪
সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	৬৫-৬৮
আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক	৬৯-৭৪
এসডিজি বাস্তবায়নে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য	৭৫-৭৮
কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৭৯-৯০
Auditor`s Report & Financial Statements of BERC (For the Year Ended 30 June 2019)	৯১-১১৬
কমিশনের চেয়ারম্যানবৃন্দ	১১৭
কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ	১১৯-১২৬
ফটো গ্যালারি	১২৭-১৩৪

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম

কমিশনের গঠন

বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি গতিশীল, গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান

রহমান মুরশেদ
সদস্য

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া
সদস্য

মোঃ আবদুল আজিজ খান
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মনোয়ার ইসলাম ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক প্রশাসন বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব ইসলাম ১৯৮২ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি সরকারের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় বিদ্যুৎ খাতের নীতি নির্ধারণ ও মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ-ভারত পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ইসলাম বাংলাদেশ সচিবালয়ে নীতি নির্ধারণী এবং মাঠ প্রশাসনে সরকারের নীতি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনোহরদী, নরসিংদী এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে সিলেট বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি Project Planning and Management in Philippines; Economic Policy Management and Private Sector Development in U.K; Environmental Management System in Japan; Managing at the Top in Singapore and U.K এবং Strategic Planning and Result Based Managent in Canada বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৯ সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) সম্পন্ন করেন। জনাব ইসলাম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রেক্ষাপটে 'Human Resources and Performance Management System for Bangladesh Civil Service' নামক বইয়ের লেখক।

জনাব ইসলাম ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, ল্যাতিন আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বহুদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি ভ্রমণ করা ও বই পড়া পছন্দ করেন।

রহমান মুরশেদ
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব রহমান মুরশেদ ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে কেমি প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) হতে জ্বালানি প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তৈল ও গ্যাস বিষয়ক ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

দেশের জ্বালানি সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ন্ত্রণসহ প্রাকৃতিক গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা কাজে জনাব মুরশেদ এর অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশি। তিনি উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধি হয়ে জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নে এবং তৎপূর্বে রাষ্ট্রীয় গ্যাস ইউটিলিটিসমূহের পরিচালন কাজে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জ্বালানি আপস্ট্রীম প্রকল্প বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের কর্পোরেটাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তিনি ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন।

জনাব মুরশেদ বিইআরসি'তে যোগদানের পূর্বে ডেলয়েট কনসালটিং ওভারসীজ প্রজেক্টস্ এলএলসি'তে ডেপুটি চীফ অব পার্টি; এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ; বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ করপোরেশনে (পেট্রোবাংলা) পরিচালক (অপারেশন); সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক ও কারিগরি উপদেষ্টা এবং এসোসিয়েটস্ (বাংলাদেশ) লিমিটেডে কেমি প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মাহমুদউল হক ভূঁইয়া ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

জনাব ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস: অডিট এন্ড এ্যাকাউন্টস ক্যাডার, ১৯৮২ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি বিশ্ব ব্যাংকের পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্মস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "স্ট্রেংদেনিং বাজেট প্রিপারেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আবদুল আজিজ খান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ আবদুল আজিজ খান ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ৭০ এর দশকের শেষভাগে জনাব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এস.সি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি নেদারল্যান্ড সরকারের বৃত্তি নিয়ে ডেল্ফট থেকে অনুসন্ধান ভূ-পদার্থবিদ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিপ্লোমা (পিজিডি) এবং এম.এস.সি সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি এম.বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

একজন ভূ-পদার্থবিদ হিসেবে তিনি পেট্রোবাংলায় কর্মজীবন শুরু করে বহু দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে উৎপাদন বন্টন চুক্তি নেগোসিয়েশন, পিএসসি কার্যক্রম মনিটরিং, গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করেন। তাছাড়া তিনি আইপিপির আওতায় গ্যাস সরবরাহ চুক্তি সম্পাদনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

জনাব খান জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৫; জাতীয় গ্যাস মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা, ১৯৯৬; বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ ও বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিঃ ও তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে পেট্রোবাংলার পাঁচটি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি গার্মেন্টস খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হামীম গ্রুপে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন ইউটিলিটির সামগ্রিক তদারকি ছাড়াও কো-জেনারেশন স্কীম বাস্তবায়ন ও একটি ১০০ মেঃ ওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একজন পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন।

জনাব খান দেশ-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর ১৪টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে "২০০১-২০৫০ মেয়াদে বাংলাদেশের গ্যাস চাহিদার প্রাক্কলন" অন্যতম। তিনি "বাংলাদেশ গ্যাস সেক্টর ইস্যুজ অপশনস এন্ড দি ওয়ে ফরওয়ার্ড" শীর্ষক বইটির সহ-লেখক ছিলেন।

জনাব খান ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বর্তমানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ১৯৮১ সালে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর জনাব রহমান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক (সিস্টেম প্ল্যানিং) এবং প্রধান প্রকৌশলী (প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন) হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যত মহাপরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি, ট্যারিফ, পাওয়ার সিস্টেম এনালাইসিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেন। তিনি পাওয়ার সেল এ উপপরিচালক হিসেবে সরকারের পলিসি ইস্যুজ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করেন।

জনাব রহমান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাত বিষয়ক সহযোগিতার আওতায় `Regional Grid Inter-connection and Power Trade' বিষয়ে গঠিত জয়েন্ট টেক্‌নিক্যাল টিম (JTT) এর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি দেশে এবং বিদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্নালে জনাব রহমান এর দুইটি টেক্‌নিক্যাল প্রকাশনা রয়েছে।

ভিশন

২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।

মিশন

১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা;

২. জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিককরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা;

৩. জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

৪. কর্ম এবং উদ্দীপনাভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা;

৫. জ্বালানি খাতে অংশীজনদের জন্য সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশলগত কর্মপন্থা

১. প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২. প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা;

৩. কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

৪. কর্মচারীদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ করা এবং

৫. বিইআরসি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা।

কমিশনের কার্যপরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানী ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানী ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ড) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। বর্তমানে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৭৫ জন।

সারণি-১: কমিশনের অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের পরিসংখ্যান

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ ২০১৮-১৯ অর্থবছর	মন্তব্য
চেয়ারম্যান	১	১	-	
সদস্য	৪	৪	-	
সচিব	১	১	-	
পরিচালক	৪	৩	১	
উপপরিচালক	৮	৮	-	
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	১	১	-	
সহকারী পরিচালক	১৬	১৪	২	৫ জন সহকারী পরিচালককে উপপরিচালকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত সহকারী	১০	৯	১	
অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭	৭	-	
হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	১	১	-	
গাড়িচালক	৮	৮	-	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ৫ জন চুক্তিভিত্তিক ও ২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিতে কর্মরত আছে।
অফিস সহায়ক	১৮	১৬	২	
নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	-	
মোট	৮১	৭৫	৬	

কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এবং কমিশনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জনবল কাঠামো পুন:বিন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে সচিব কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

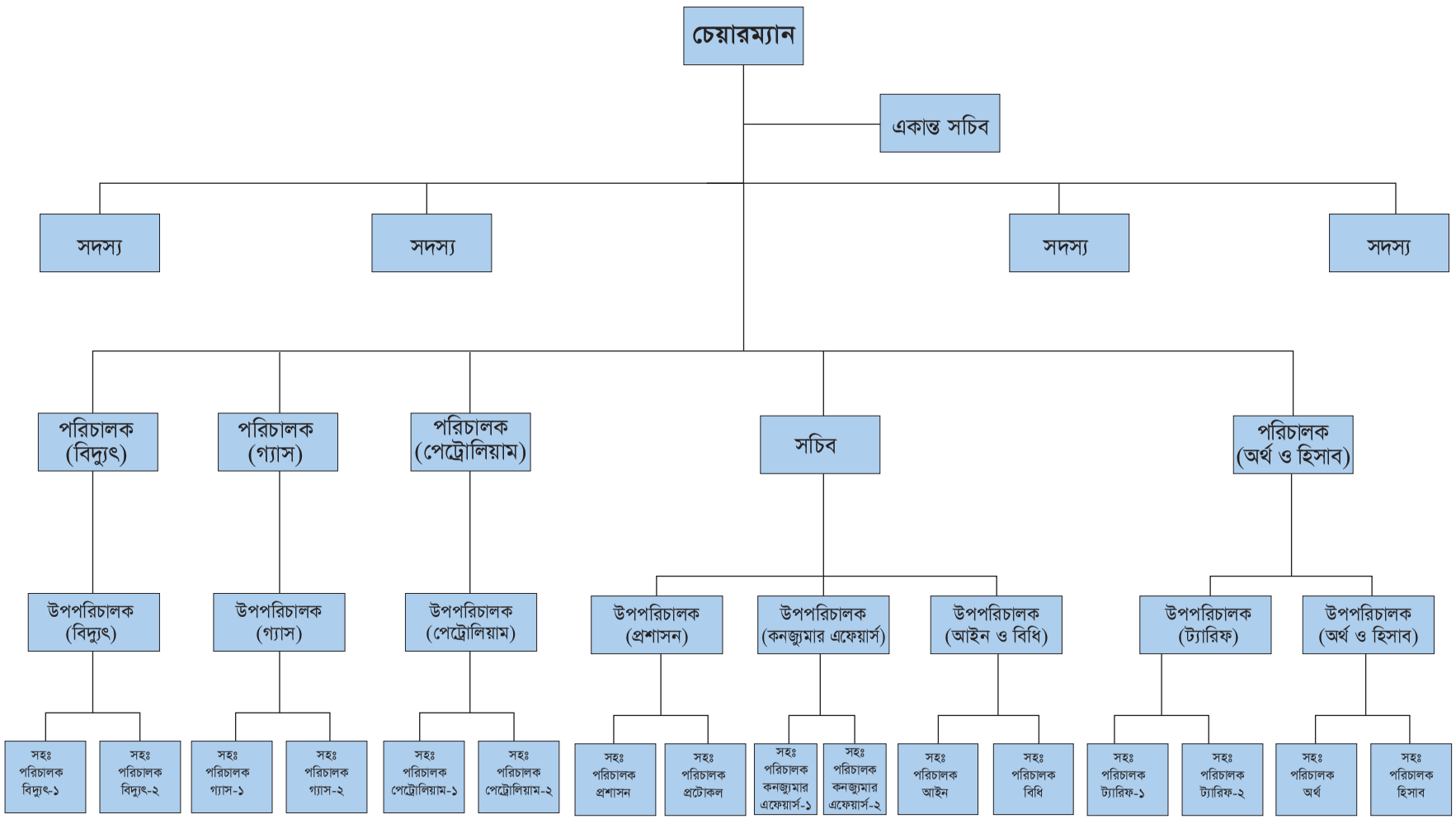

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরি/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সারণি-২: কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিগত ৫ বছরের পরিশংখ্যান

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৪-১৫	১১	১১	২২
২০১৫-১৬	১২	২০	৩২
২০১৬-১৭	২৩	৭	৩০
২০১৭-১৮	৪১	১	৪২
২০১৮-১৯	৩৮	৫	৪৩
মোট	**১২৫**	**৪৪**	**১৬৯**

কমিশন সভা

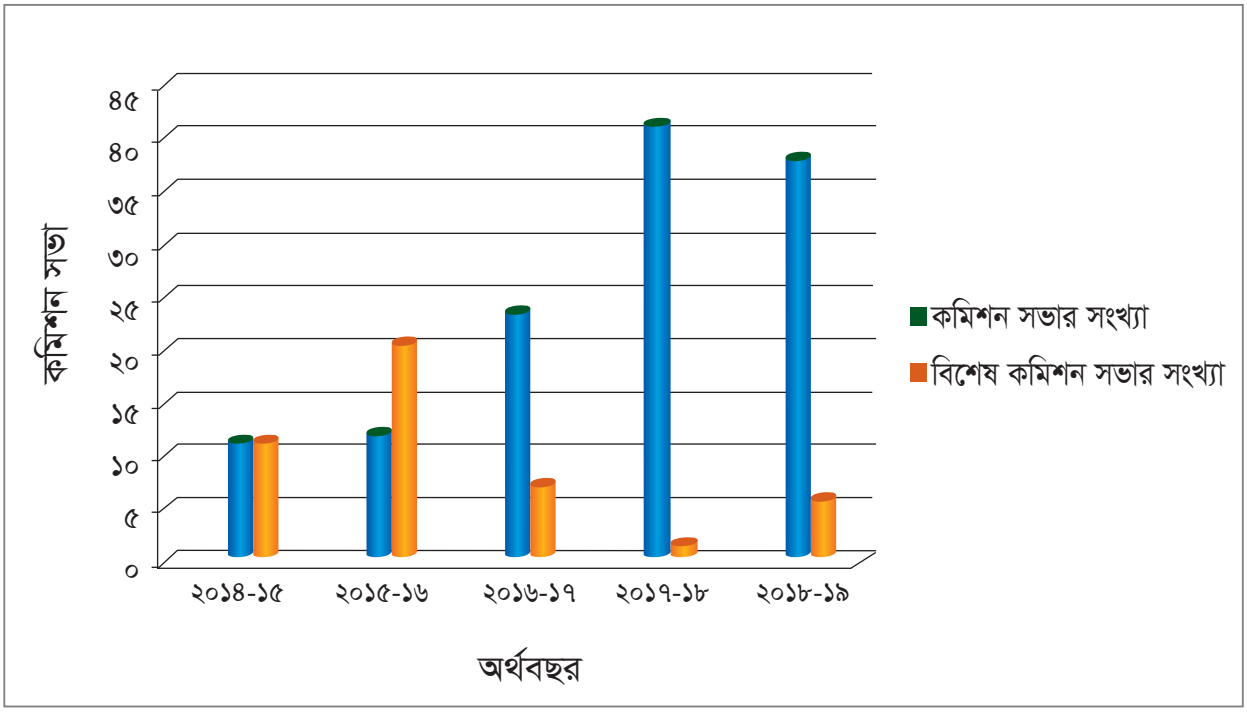

লেখচিত্র-১: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার চিত্র

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বর্তমান কমিশন মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তাঁরা সমন্বয় সভায় সরাসরি উপস্থাপনের সুযোগ পান এবং সমস্যা সমাধানে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কমিশনের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-৩: কমিশনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সমন্বয় সভার সংখ্যা
২০১৪-১৫	০
২০১৫-১৬	০
২০১৬-১৭	১০
২০১৭-১৮	১২
২০১৮-১৯	১২
মোট	৩৪

সমন্বয় সভা

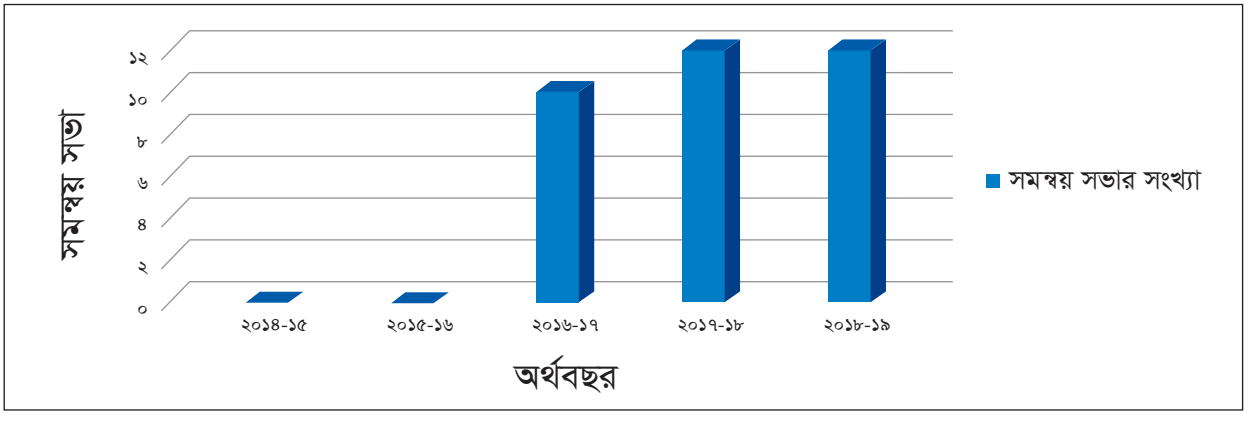

লেখচিত্র-২: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক সমন্বয় সভার চিত্র

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুদকরণ ও বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৩(৬) অনুযায়ী কমিশন উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে থাকে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), কমিশনের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সির প্রতিনিধিবৃন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ/ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানানো হয়। বর্তমানে প্রতি তিন মাস অন্তর উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সারণি-৪: কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৪-১৫	২
২০১৫-১৬	৩
২০১৬-১৭	২
২০১৭-১৮	৪
২০১৮-১৯	৪
মোট	১৫

উন্মুক্ত সভা

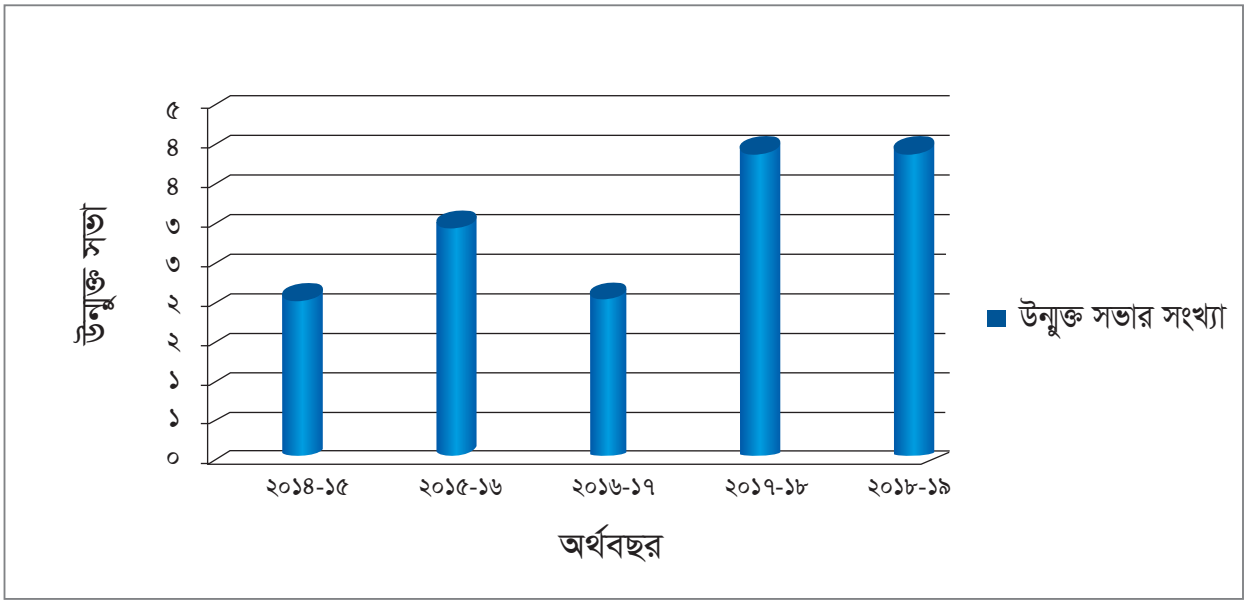

লেখচিত্র-৩: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক উন্মুক্ত সভার চিত্র

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হতে পারে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারগণকে কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

সারণি-৫: ট্যারিফ সংক্রান্ত গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	গণশুনানির সংখ্যা		
	বিদ্যুৎ সংক্রান্ত	গ্যাস সংক্রান্ত	মোট
২০১৪-১৫	৭	৭	১৪
২০১৫-১৬	-	-	-
২০১৬-১৭	৭	৮	১৫
২০১৭-১৮	-	৭	৭
২০১৮-১৯	-	৮	৮
মোট	১৪	৩০	৪৪

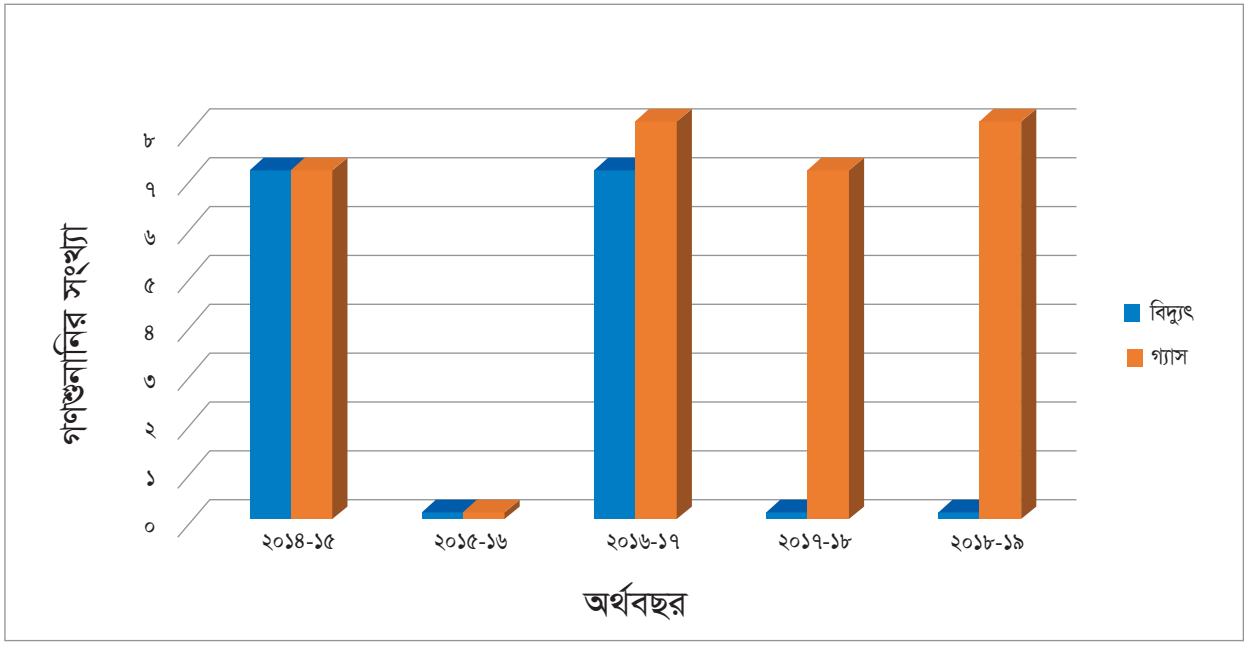

লেখচিত্র-৪: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক ট্যারিফ সংক্রান্ত গণশুনানির চিত্র

গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আবেদনের ওপর গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম

প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সংক্রান্ত, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২১ মোতাবেক প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র সম্ভব তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবে। সে অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মহান জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মাননীয় স্পিকারের নিকট উপস্থাপন

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ-৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ জুরি বোর্ডের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। অরিত্র আর্কিটেক্টস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত কমিশন ভবনের নকশা

প্রশিক্ষণ

এনার্জি খাতে রেগুলেটরী সংস্কৃতি একটি নতুন ধারণা। কমিশনের নিজস্ব ও প্রেষণে বা সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন ও বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনে নিয়মিত In-house প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৪ (চার) টি In-house প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেগুলেটরী কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down-stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে System loss কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির মালিকানা/দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প

Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের কার্যক্রম বিইআরসিতে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ (দুই) জন পরামর্শক কমিশনে কর্মরত রয়েছে।

আউটরিচ কর্মসূচি

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন আউটরিচ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন স্থানীয়/তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশন ২টি আউটরিচ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে।

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বক্সে জমা দিতে পারেন। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য complaint.berc@gmail.com ই-মেইল ব্যবহার করতে পারে।

ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ মোতাবেক কমিশন ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশন জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৯টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করেছে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম:

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সেল হলো আইসিটি শাখা। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহের সহজিকরণ এবং সরকারের গৃহিত ই-সার্ভিসসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক (সরকারের যুগ্মসচিব), একজন উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমিশনের ইনোভেশন টিম বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ অনুযায়ী সিংহভাগ ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে ও ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন করেছে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম:

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে সেবাটিকে ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সফট্ওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের আবেদন করতে পারবেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। এতে সেবা গ্রহীতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময়, খরচ কমে যাবে। এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য সেবা গ্রহীতাদের অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে না এবং ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ওয়েবসাইট:

কমিশনের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে যার অ্যাড্রেস হলো www.berc.org.bd. বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের ওয়েবসাইটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এছাড়াও বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মামলাসমূহের কজ লিস্ট ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনগত বিষয়ে রেগুলেটরী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র

জুন, ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে ক্যাপটিভ ব্যতীত সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৫,৯৫৩ মে.ও.। জুন, ২০১৯ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০৮ মে.ও. বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১৮,৯৬১ মে.ও. এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৯,৫০৭ মে.ও., বেসরকারি খাতের অবদান ৮,২৯৪ মে.ও. এবং আমদানি করা হচ্ছে ১,১৬০ মে.ও.। আমদানিকৃত ১,১৬০ মে.ও. এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ১,০০০ মে.ও. এবং ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে.ও. বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৫৮% বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গ্যাসভিত্তিক। তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি এবং পারমাণবিক শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চিত্র নিম্নরূপ:

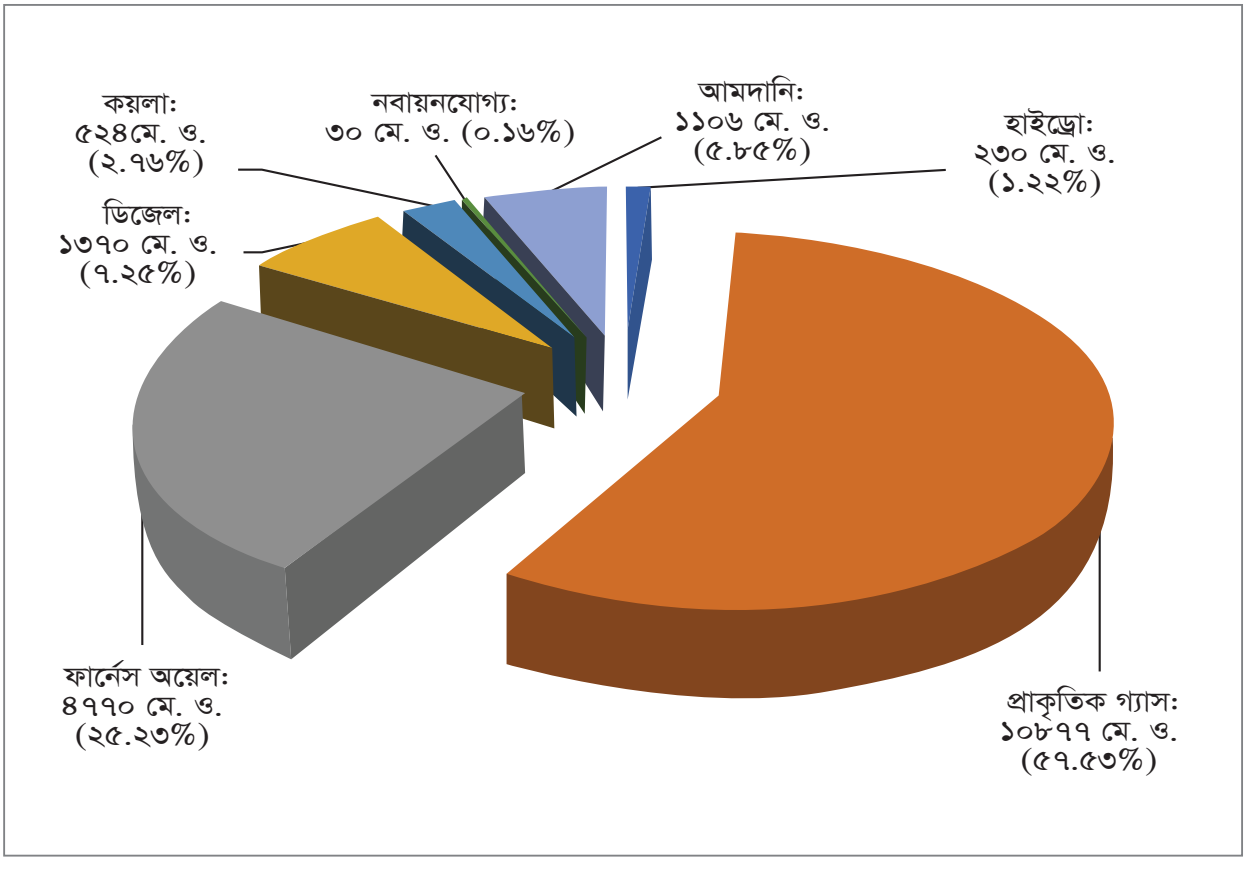

লেখচিত্র-৫: জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার চিত্র

লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিঙ্গেল বায়ার মার্কেট মডেলের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারি খাতে ৪ টি সংস্থাকে এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) ৮৮ টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৭৫৬ টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ২,৩৮৯ টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি প্রতিষ্ঠানকে সঞ্চালন লাইসেন্স এবং বিতরণের জন্য ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

সারণি-৬: সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৫	৫,২৬৬
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৭	১,৪৪৪
৩.	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	০৪	১,০৭০
৪.	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	০৩	৮৩৯
৫.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	০১	২১০
	মোট	৫০	৮,৮২৯

সারণি-৭: বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)
১.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৫৯	৭,৭২৬
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	৩,১০৪
৩.	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৩	৭৩৬
৪.	স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০৮	৮৬
৫.	ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)**	৭৫৬	৩,০৫১
	মোট	৮৬৫	১৪,৭০৩

নোট:

** ২,৩৮৯টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মে.ও. এর নিচে) পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

সারণি-৮: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১.	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)	১১,৬৫০ সার্কিট কি:মি:	৪১,১৯৫ এমভিএ

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

সারণি-৯: বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদা (মে.ও.)	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	১০,৩২৪	৩০,৫২,০৫৯
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৬,০৪০	২,৬২,৫২,০০০
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১,৪৭৯	১৩,৫৯,৩১৯
৪.	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৯০০	৯,৫২,১১২
৫.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	৬০৪	১১,৬৪,৫১৭
৬.	নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	৬৬৪	১৪,৭৫,৩৩১
	মোট	২০,০১১	৩,৪২,৫৫,৩৩৮

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ২৭৫ টি নতুন লাইসেন্স/ ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) ২০ টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৯৭ টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ১৫৮ টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,২৫৮ টি লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এবং জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সের সংখ্যাভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-১০: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	মোট ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা
সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	০	৪
বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি:		
ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) (সোলারভিত্তিক ১ টি সহ)	১৯	৫৯
খ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	১	২৯
গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	০	১৩
ঘ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০	৮
ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৯৭	৭৫৬
চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট (নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ৫টি সহ)	১৫৮	২,৩৮৯
মোট	২৭৫	৩,২৫৮

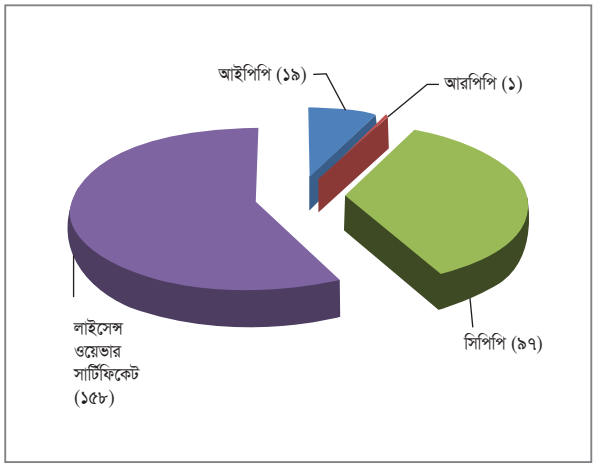

লেখচিত্র-৬: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২৭৫ টি লাইসেন্স প্রদান

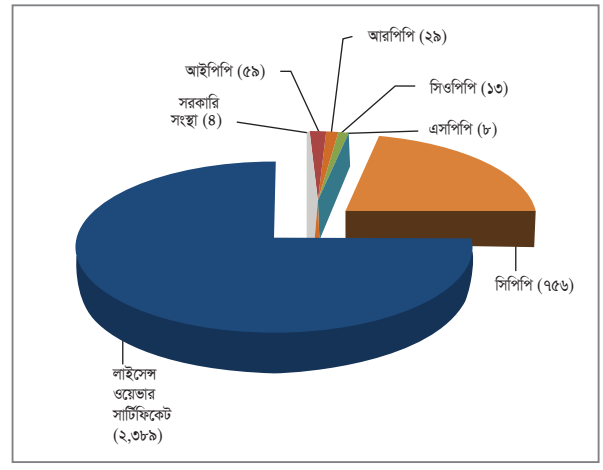

লেখচিত্র-৭: জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে পুঞ্জিভূত ৩, ২৫৮ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৭ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৩৪৪ মে.ও.। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৭৫৬ টি) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৩,০৫১ মে.ও.। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫৮ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনূর্ধ্ব ১ মে.ও.) ওয়েভার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। উক্ত ১৫৮ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬৭ মে.ও.। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ওয়েভার সার্টিফিকেট ক্যাটাগরির ২,৩৮৯ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,০০০ মে.ও.।

বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

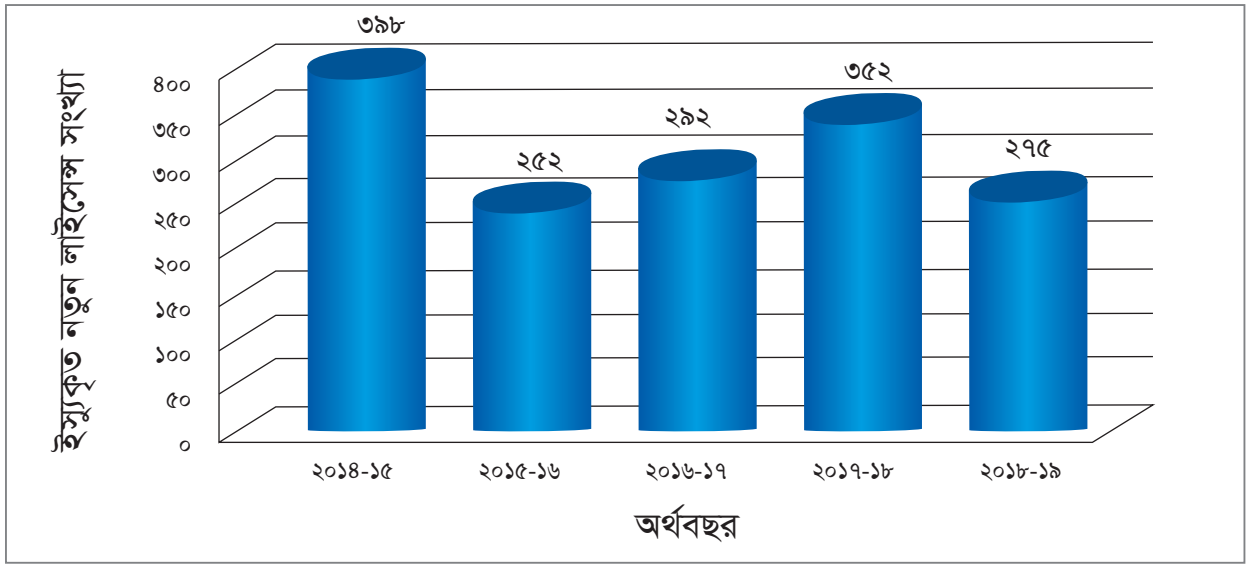

লেখচিত্র-৮: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের চিত্র

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্সের চিত্র

সারণি-১১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান

শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট সংখ্যা			
	নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
আইপিপি/আরপিপি/সিওপিপি	২০	১৩	৬৪	৯৭
সিপিপি/এসপিপি/বিইএমএস	৯৭	৭১	৩৭৭	৫৪৫
লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	১৫৮	৯৪	২০৭	৪৫৯
সর্বমোট	**২৭৫**	**১৭৮**	**৬৪৮**	**১,১০১**

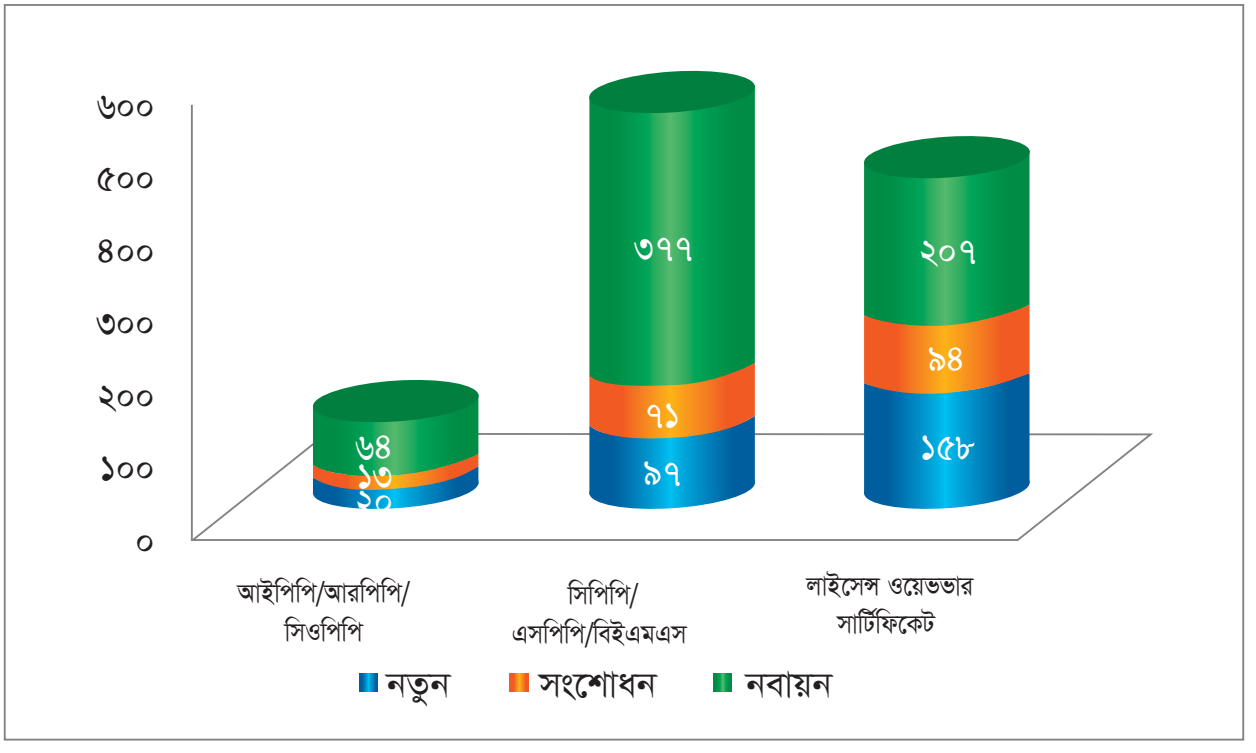

লেখচিত্র-৯: বিদ্যুৎ খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্সের চিত্র

ই-লাইসেন্সিং

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-লাইসেন্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটরসমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রিপোর্ট, জেনারেটসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রীড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটরসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত কোন সাময়িক লাইসেন্সিকে নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহে HSE কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিপালনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন বা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটরসমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং প্ল্যান্টের হীট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন

গ্রীড কোড:

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্ল্যাক আউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যে কোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে জারি করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোড:

ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালন ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড বজায়, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গ্যাস বিভাগের কার্যক্রম

গ্যাস বিভাগের কার্যক্রম

গ্যাস কোম্পানিসমূহের লাইসেন্স কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন ২০০৫ ও ২০১০) এর ধারা ৩ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও এনার্জি মজুতকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। গ্যাস খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণ-এ তিন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

ক) বিপণন লাইসেন্স:

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পাবলিক সেক্টরে কাজ করছে। এ সংস্থা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯৬৫.২ বিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার নিম্নরূপ:

সারণি-১২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের বিবরণের পরিসংখ্যান

খাত	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
বিদ্যুৎ	৪২.৯৮
ক্যাপটিভ	১৫.৬৪
শিল্প	১৫.৭৬
গৃহস্থালী	১৫.২১
সার	৫.৫০
সিএনজি	৪.০৫
চা	০.০৯
বাণিজ্যিক	০.৭৭
মোট	**১০০.০০**

(সূত্র: পেট্রোবাংলার "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৯" বুকলেট)

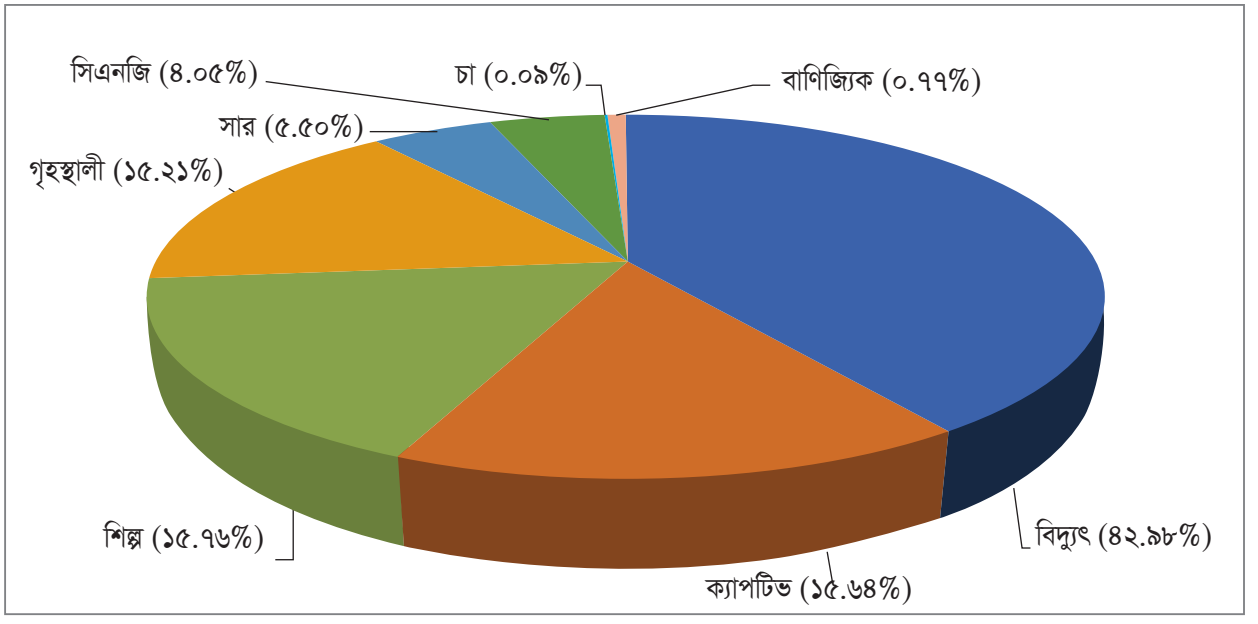

লেখচিত্র-১০: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের হার

খ) সঞ্চালন লাইসেন্স:

গ্যাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৩টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ও ২০১৮-১৯ সালের সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সারণি-১৩: সঞ্চালন কোম্পানির লাইন ও সঞ্চালিত গ্যাসের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম) ২০১৮-২০১৯
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	১,৬৮১.৪০০	২৪,৭৮৬.০০০
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬২৪.৩৬০ (নিজস্ব)	৩,১০৩.১৮০ (নিজস্ব পাইপ লাইন দ্বারা সঞ্চালিত)
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৪৬৬.৫৪৮ (নিজস্ব)	৩,৭৫১.২১৯ (নিজস্ব পাই লাইন দ্বারা সঞ্চালিত)
	মোট	২,৭৭২.৩০৮	৩১,৬৪০.৩৯৯

(সূত্র: সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন)

গ) বিতরণ লাইসেন্স:

গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৬ টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কোম্পানিসমূহের সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণি-১৪: বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম)	গ্রাহক সংখ্যা
১	তিতাস গ্যাসট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১৬,৫৭৩.৯৪০	২৮,৬৫,৯০৭
২	জালালাবাদ গ্যাসট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৩,৭৯৫.০৬৫	২,২৩,৬৬৬
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেড	৩,৬২৭.৭৩৪	২,৪১,০৮৮
৪	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১,২৭৯.২৯৪	১,২৯,৩২২
৫	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৯৫৮.৮৩৪	১,৭০৮
৬	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩,২১৩.২৮০	৬,০২,১৮৯
	মোট	২৯,৪৪৮.১৪৭	৪০,৬৩,৮৮০

(সূত্র: সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং বার্ষিক প্রতিবেদন)

কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন ও লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ। উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপস্থিতিতে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

সারণি-১৫: বিগত ৬ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

ক্যাটাগরি	বিবরণ	অর্থবছর ২০১৩-১৪	অর্থবছর ২০১৪-১৫	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯
সিএনজি (মজুতকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স)	নতুন	৫৮	৫২	৭২	৩৮	৩৯	৪০
	নবায়ন	৭৬	৪৫	৬৪	১৪৫	২১৬	২২৫
এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স)	নতুন	-	-	১	-	১	১
	সাময়িক	-	১	-	৩	১১	৭
	নবায়ন	-	১	৬	-	৫	৬
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	৯	২২
গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির লাইসেন্স	নবায়ন	৩	৩	১	২	৩	২
গ্যাস বিতরণ কোম্পানির লাইসেন্স	নতুন	-	-	-	-	১	-
	নবায়ন	৪	৫	-	-	৫	৫
গ্যাস বিপণন কোম্পানির লাইসেন্স	নবায়ন	১	১	-	-	১	১
প্রোপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ	নতুন	-	-	-	-	১	-
	নবায়ন	-	-	-	-	-	১
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	-	১
এলএনজি মজুদকরণ	নতুন	-	-	-	-	১	১
	মেয়াদ বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	-	১
মোট		১৪২	১০৮	১৪৪	১৮৮	২৯৩	৩১৩

(সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেইজ)

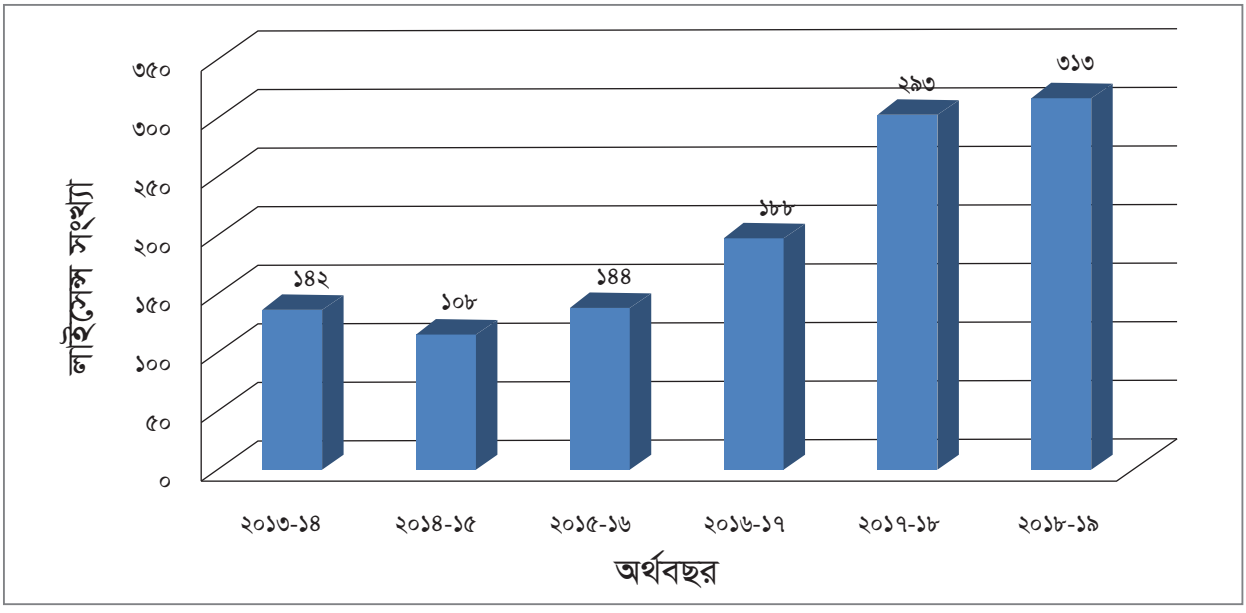

লেখচিত্র-১১: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বার্ষিক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের হিসাব

সারণি-১৬: জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	সংখ্যা
১	সিএনজি	৪৬৪
২	এলপিজি	২৯
৩	প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ	০৬
৪	প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন	০৩
৫	এলএনজি	০২
৬	বিউটেন/প্রোপেন	০২
৭	প্রাকৃতিক গ্যাস বিপণন	০১
	মোট	**৫০৭**

(সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেইজ)

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা ও এলএনজি ক্রয়

জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক দুটি Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) এর জন্য Latent Heat Capture System (LHCS) স্থাপন ও এলএনজি আমদানি বাবদ সর্বমোট ৮৪৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অনুমানিক ৬,৯২২.৪৪ কোটি টাকা 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' হতে সংস্থানে কমিশন নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত অর্থ 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮' দ্বারা পরিচালিত হবে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উক্ত তহবিল হতে ২,৭১৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' রি-ভলভিং ফান্ড হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

সামিট এলএনজি টার্মিনাল

(সূত্র: সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল)

Floating Storage & Regasification Unit (FSRU), মহেশখালী, কক্সবাজার

(সূত্র: আরপিজিসিএল)

প্রণিতব্য প্রবিধানমালা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সিএনজি খাতে গুণগত মান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রবিধান দু'টি চূড়ান্তকরণের জন্য কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

(ক) সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ প্রবিধানমালা।

(খ) যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রবিধানমালা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- অটোগ্যাস স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান;
- গ্যাসের মজুদকরণ, বিতরণ ও সঞ্চালনের মান নিয়ন্ত্রণ;
- এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

পেট্রোলিয়াম বিভাগের কার্যক্রম

পেট্রোলিয়াম বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এ আইনের ধারা ২(খ) অনুযায়ী "এনার্জি" অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(থ) অনুযায়ী "পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) এর অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম বিভাগ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম বিভাগ থেকে লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি

নতুন লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর ওয়েবসাইটে (www.berc.org.bd) নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আবেদন ফিসসহ আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে আবেদন জমা দিতে হয়। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অপারেশন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধি দ্বারা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে সাময়িক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কোনো আপত্তি না থাকলে দুই বছর মেয়াদি নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোলিয়াম বিভাগ লাইসেন্স নবায়ন করে থাকে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমাণ পরিবর্তনের সংশোধনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

পেট্রোলিয়াম বিভাগের অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পেট্রোলিয়াম বিভাগ কর্তৃক সর্বমোট ৮৮৯ টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরিতে ৩৮৭ টি (৪৩.৫৩), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ২৩৮ টি (২৬.৭৭%), বিটুমিন ক্যাটাগরিতে ১২৭ টি (১৪.২৯%), ট্রান্সফরমার অয়েল ক্যাটাগরিতে ৭৯ টি (৮.৮৯%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরিতে ৫৮ টি (৬.৫২%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

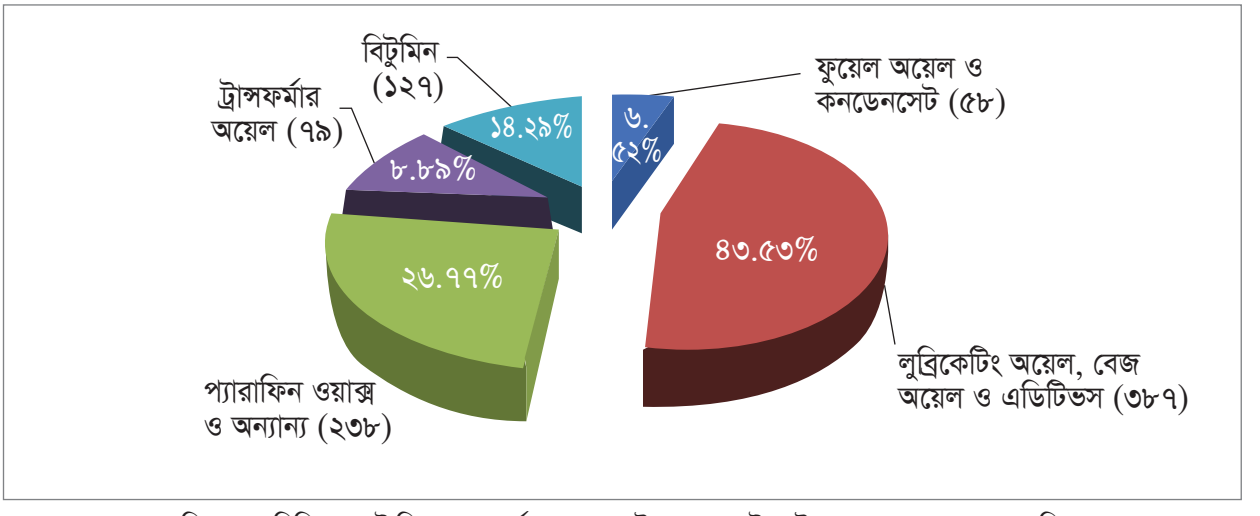

লেখচিত্র-১২: বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

সারণি-১৭: গত ৫ বছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী

অর্থবছর	লাইসেন্সের সংখ্যা
২০১৪-১৫	১৬১
২০১৫-১৬	৩২৯
২০১৬-১৭	২৭১
২০১৭-১৮	৪৯৪
২০১৮-১৯	৪৮০
মোট	১৭৩৫

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৯ টি নতুন লাইসেন্স, ২২১ টি নবায়ন লাইসেন্স ও ১২০ টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

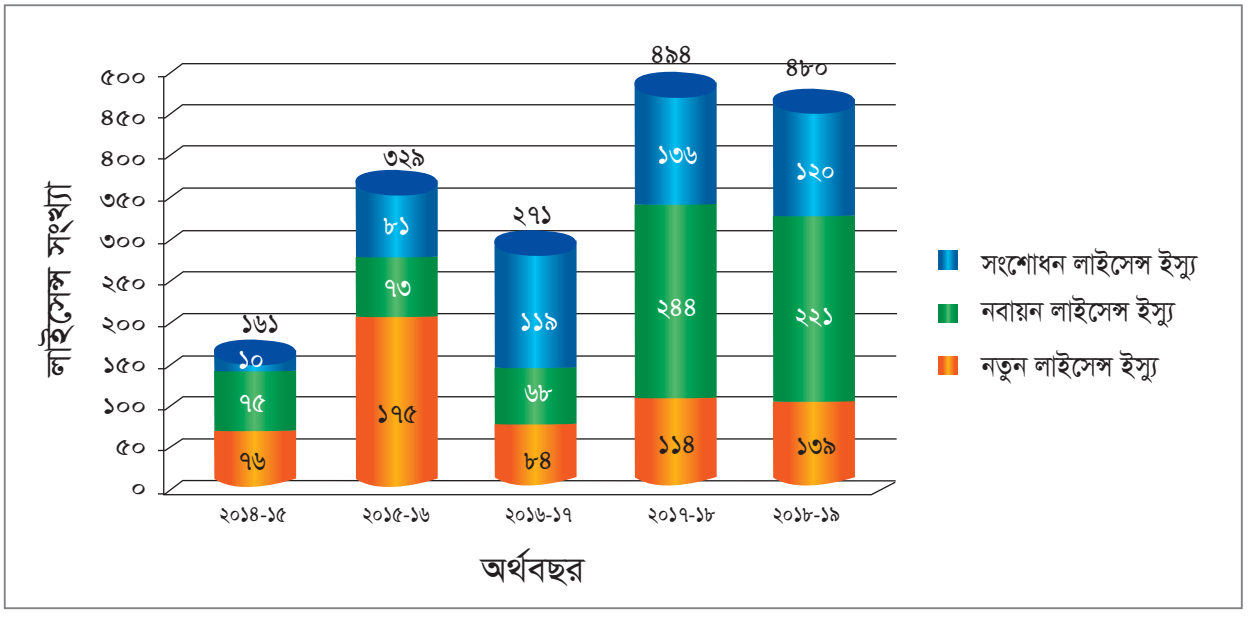

লেখচিত্র-১৩: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক ইস্যুকৃত নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্সের হিসাব

২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ ক্যাটাগরিতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪৮%, লুব্রিকেটিং অয়েল মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০%, ট্রান্সফর্মার অয়েল মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪% এবং বিটুমিন মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫৪%।

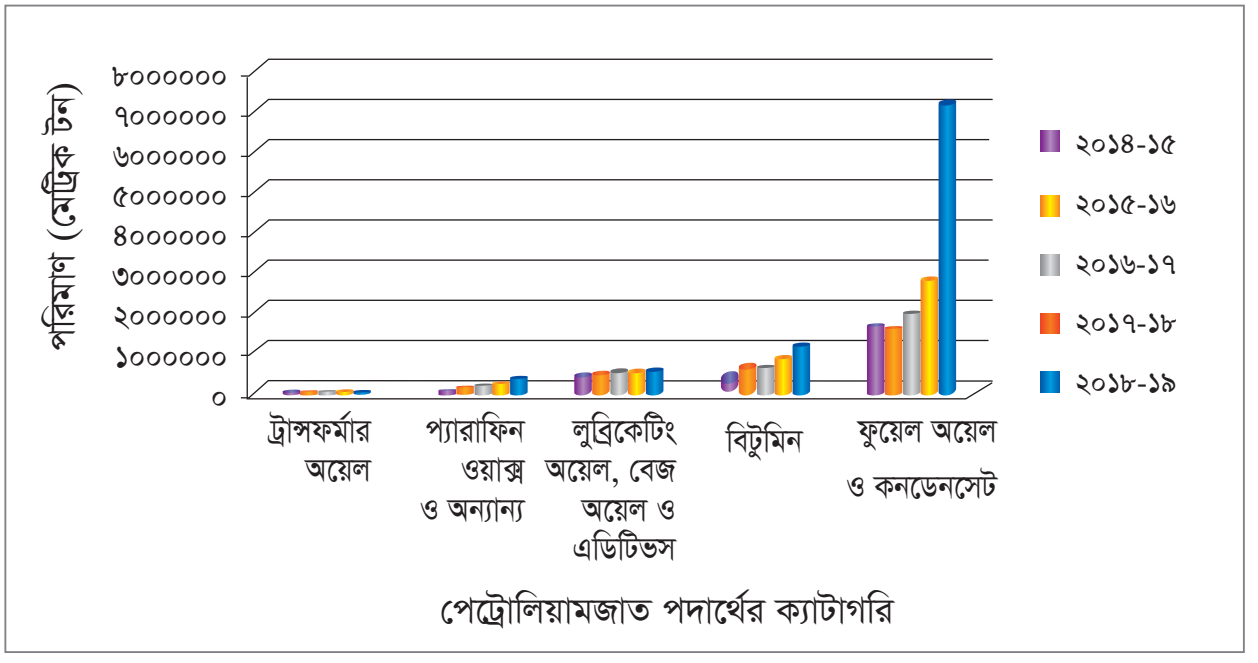

লেখচিত্র-১৪: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের মজুতকরণের বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বিপণন ও বিতরণ ক্যাটাগরিতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭২৭%, লুব্রিকেটিং অয়েল বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫%,ট্রান্সফর্মার অয়েল বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫% এবং বিটুমিন বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪৬% ।

উল্লেখ্য, পেট্রোলিয়াম বিভাগ কর্তৃক ৩,২৭০.০৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুকূলে ৪০,৪৩,৯৫৩.৬৩৬ মে. টন ফার্নেস অয়েল মজুদকরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

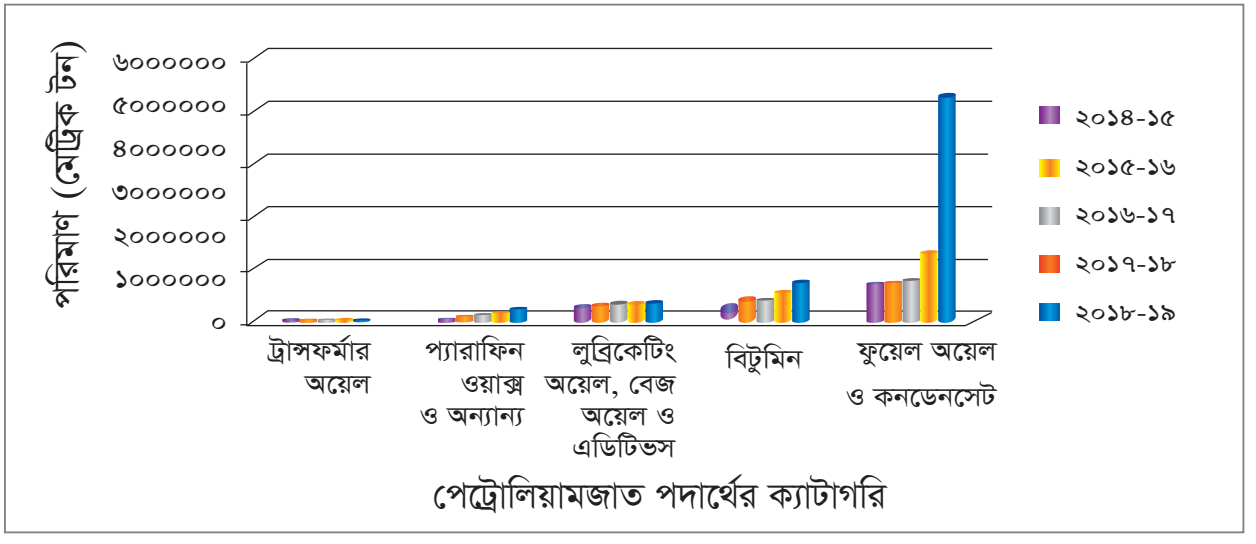

লেখচিত্র-১৫: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ বিপণন ও বিতরণের বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

সরকারি-বেসরকারি খাতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামগ্রিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম মজুদকরণ ব্যবসায় সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সরকারি খাতে মজুদকরণের পরিমাণ বেসরকারি খাতের তুলনায় প্রায় ১.৮% বেশি ছিল।

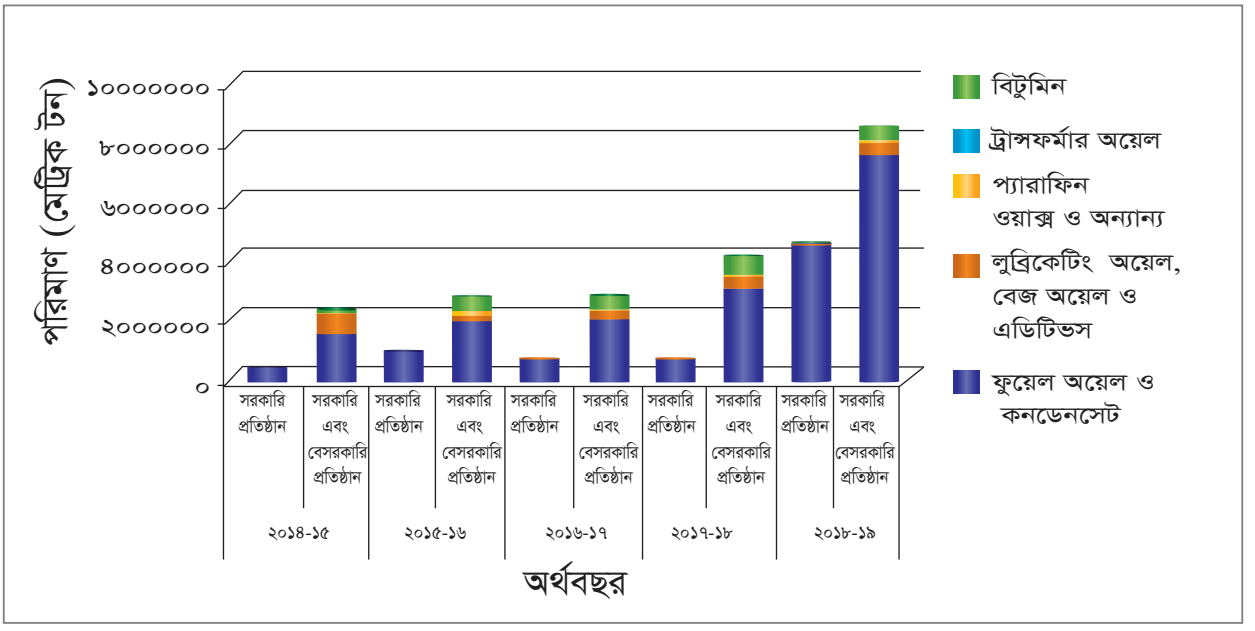

লেখচিত্র-১৬: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ বিপণন ও বিতরণের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

তবে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিপণন ও বিতরণে সরকারি খাতের পরিমাণ বেসরকারি খাতের তুলনায় প্রায় ১৯.৫% বেশি ছিল।

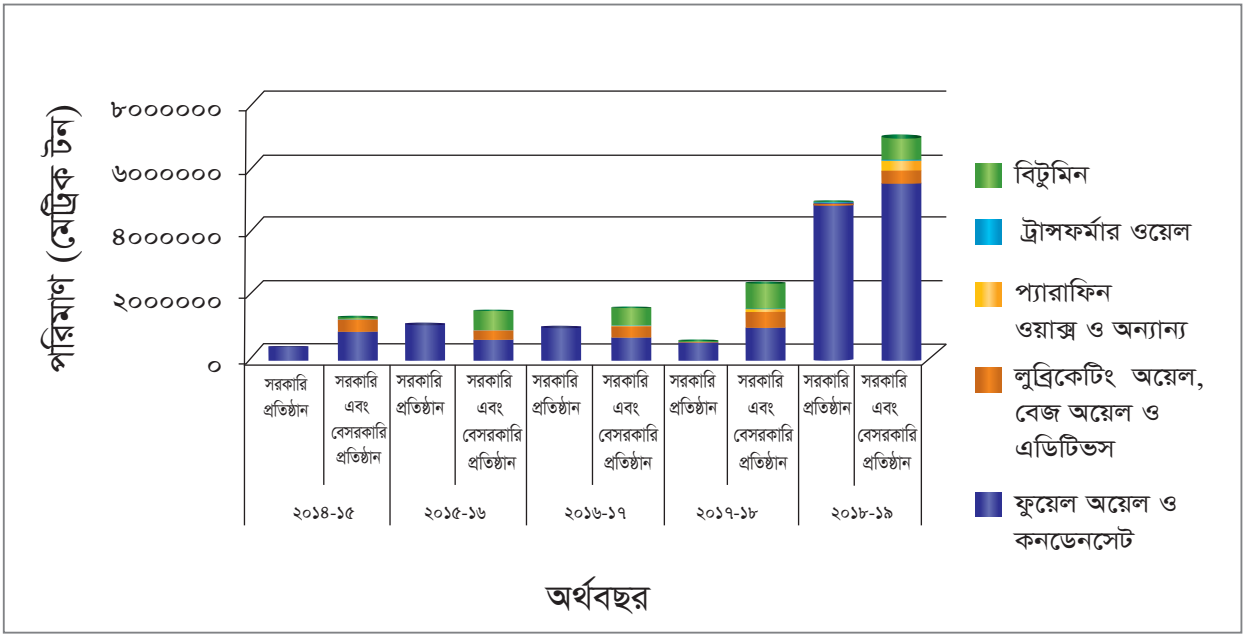

লেখচিত্র-১৭: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থ মজুদকরণে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

পেট্রোলিয়াম বিভাগের লাইসেন্স কার্যক্রম সহজিকরণের উদ্যোগ

পেট্রোলিয়াম বিভাগের লাইসেন্স কার্যক্রম সহজিকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা চূড়ান্তকরণে ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল এর সুরমা হলে একটি Focus Group Discussion অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion এ প্রধান অতিথি হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ড. ম. তামিম ছাড়াও বিএসটিআই, বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বিপিসি, বাংলাদেশ লুব বেন্ডার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড পারফিউমারী মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ অংশ নেন।

কমিশনের আওতাধীন পেট্রোলিয়াম পদার্থ চিহ্নিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development-R&D) টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কমিশনের পেট্রোলিয়াম বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ড. ইজাজ আহমেদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর নেতৃত্বে 'Study of Lubricating Petroleum Operation in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grades and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment' এবং ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর নেতৃত্বে 'Petroleum Product (including LPG) Safety from the Perspective of Licensing' শীর্ষক দু'টি গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রথমোক্ত গবেষণার একটি খসড়া প্রতিবেদন সম্প্রতি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে।

আইন ও বিধি বিভাগের কার্যক্রম

আইন ও বিধি বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী সালিশ আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন সে অনুযায়ী লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত। এছাড়া লোড হ্রাস-বৃদ্ধি ও মিটার টেম্পারিং সংক্রান্ত বিরোধও রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৬৭ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এসেছে। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ৪২ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করে কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ১০ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১৮ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ১৪ টি। এ পর্যন্ত কমিশনের প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫৩ ও ১২৭ টি। তন্মধ্যে বিগত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭ ও ৪২ টি।

সারণি-১৮: গত ৭ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
২০১৮ - ১৯	৬৭	৪২	১২৬
মোট	২৫৩	১২৭	১২৬

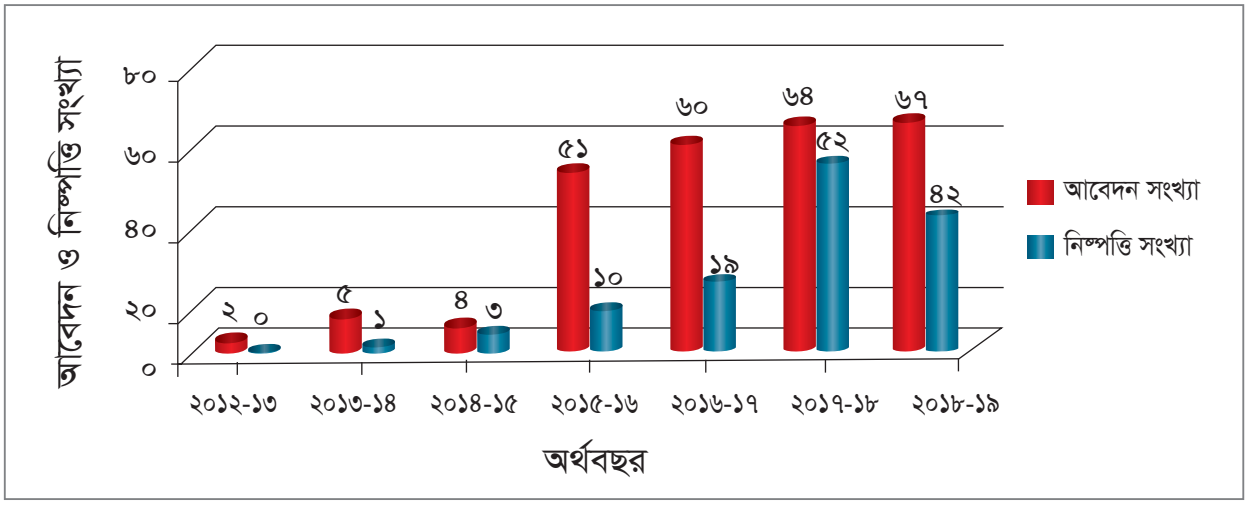

লেখচিত্র-১৮: ২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির চিত্র

প্রবিধানমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০; বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রভৃতি আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

সারণি-১৯: কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ যাবত গেজেট আকারে প্রকাশিত ১০ টি প্রবিধানমালা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	গেজেট প্রকাশের তারিখ
(ক)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
(খ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
(গ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
(ঘ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল, ২০০৮
(ঙ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল, ২০০৮
(চ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি, ২০১১
(ছ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি, ২০১১
(জ)	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014	২২ জানুয়ারি, ২০১৪
(ঝ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন, ২০১৬
(ঞ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন, ২০১৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালা চূড়ান্তপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করে। বর্তমান অর্থবছরে কোনো প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়নি, তবে নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	শিরোনাম
(ক)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিরোধ নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা, ২০১৯
(খ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেক্ট্রিসিটি গ্রীড কোড) প্রবিধানমালা, ২০১৯
(গ)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি) প্রবিধানমালা, ২০১৯

বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি করে থাকে। বিগত অর্থবছরে এতদ্‌সংক্রান্ত ১ (এক) টি আপীল আবেদন দাখিল হয়েছিল যা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম

অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধানাবলী এবং উক্ত আইনের ১৭, ১৯, ২০, ২১ এবং ৫৯ (ঞ) ধারাসমূহের ভিত্তিতে কমিশনের 'বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। 'কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪' অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭ (১) এবং কমিশনের তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ এর ধারা ৫ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হবে-

(ক) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং
(ঘ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় হয় ৩১.৩২ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৪০.১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরের আয় হ্রাসের শতকরা হার ২১.৮৯। নতুন লাইসেন্স এর পরিমাণ হ্রাস এবং বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহ হতে সিস্টেম অপারেশন ফিস জমা না হওয়ার ফলে বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে কমিশনের আয় হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-২০: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয়ের হিসাব (কোটি টাকায়)

কমিশনের আইন অনুযায়ী অর্থের উৎসসমূহ												
অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত অনুদান/ বাজেট সহায়তা [১৭(ক)]	কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]	কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]						অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ [১৭(ঘ)]				সর্বমোট প্রাপ্তি
		লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন ফিস	ট্যারিফ নির্ধারণে আবেদন ফিস	বিরোধ নিষ্পত্তি ফিস	উপ-মোট	এসএনডি হিসাবে প্রাপ্ত সুদ	এফডিআর তহবিলের প্রাপ্ত সুদ	বিবিধ	উপ-মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮= (৩+৪+৫+ ৬+৭)	৯	১০	১১	১২= (৯+১০ +১১)	১৩= (৮+১২)
...	...	১৭.৭০ (৫৬.৫১%)	০.১৫ (০.৪৮%)	২.৯৩ (৯.৩৬%)	০.১৪ (০.৪৪%)	০.১৫ (০.৪৮%)	২১.০৭ (৬৭.২৭%)	০.৯০ (২.৮৭%)	৯.২৪ (২৯.৫০%)	০.১১ (০.৩৫%)	১০.২৫ (৩২.৭৩%)	৩১.৩২ (১০০%)

উপরের সারণি-২০ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কমিশনের সর্বমোট আয় ৩১.৩২ কোটি টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এ খাত হতে। আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত সিস্টেম অপারেশন ফিস। এ খাত হতে আয় ২.৯৩ কোটি যা সর্বমোট আয়ের ৯.৩৪%। এ দু'টি খাত ছাড়াও কমিশনের আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ হতে সুদ বাবদ ৯.২৩ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের ২৯.৪৯% কমিশনের তহবিলে জমা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৯ অনুসরণে কমিশন কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে সরকার (মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন দিয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৭.১৪ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের মোট ব্যয় ছিল ১৫.৮৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেট বরাদ্দের ৯২.৩৫%। কমিশনের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন এবং আইন অনুযায়ী কমিশনের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি-২১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের মূল বাজেট বরাদ্দ, সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯
১	বেতন ও ভাতাদি (তফসিল-ক)	৫.১০	৫.৫৭	৪.৬১	৪.২১
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	১৪.৬০	১৩.৪৮	১২.২৫	৮.৬৮
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	১৯.৯৮	১৯.৩৩	১৭.১৪	১৩.১৭
৫	বিনিয়োগ তফসিল/মূলধনী ব্যয় (তফসিল-ঘ)	৯.২০	৭১.৩৪	৪.১০	২.৬৬
	সর্বমোট (৪+৫)	**২৯.১৮**	**৯০.৬৭**	**২১.২৪**	**১৫.৮৩**

উপরের সারণি-২১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ, জ্বালানি, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৭.১৪ কোটি টাকা। কমিশন সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বাজেট বরাদ্দের সীমা অতিক্রম না করে ১৫.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে; যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ১.৩১ কোটি টাকা কম।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

এ যাবত কমিশনের বার্ষিক বাজেট একান্তভাবেই কমিশনের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় নির্বাহ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কমিশনের তহবিলেই জমা থাকছে।

সারণি-২২: কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৮-১৯
১.	মোট আয়	৩৮.১৭	৩৭.৮০	৩৭.৭৩	৩১.৩২
২.	মোট ব্যয়	১৯.৯৮	১৯.৩৩	১৭.১৪	১৫.৮৩
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	১৮.১৯	১৮.৪৭	২০.৫৯	১৫.৪৯

উপরের সারণি-২২ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ১৫.৪৯ কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০.৫৯ কোটি টাকা। প্রতি বছরই মূল বাজেট থেকে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত খরচের পরিমাণ কম ছিল। অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় নির্বাহ করার পর বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল।

রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধান, কমিশনের নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং বিদ্যমান সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে যেকোনো প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত তহবিলের স্থিতি হতে প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২০১৯ মাসে সরকারের সংযুক্ত তহবিলে ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা জমা প্রদান করে।

সারণি-২৩: উদ্বৃত্ত তহবিলের স্থিতি হতে প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী

অর্থবছর	জমা প্রদানের তারিখ	বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	জমা প্রদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৭-১৮	২৪/১০/২০১৭	১০.০০	১০.০০
২০১৮-১৯	২৬/০২/২০১৯	১২.০০	১৫.০০
		মোট	২৫.০০

ভ্যাট এবং আয়কর আদায়

কমিশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট এবং প্রযোজ্য আয়কর কর্তনের মাধ্যমে ৪.৩২ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সিগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় চালানের মাধ্যমে ভ্যাট জমা প্রদান করে কমিশনের নিকট মূল কপি জমা প্রদান করে থাকে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি-২৪: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী

(টাকায়)

ক্রমিক নং		ভ্যাট ও আয়কর আদায়ের খাত	পরিমাণ	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়কৃত আয়কর	পরিমাণ
১.	আয়ের ক্ষেত্রে	লাইসেন্স ফিস	১৭,৬৯,৬৫,৯৩৮.০০	২,৬৫,৪৪,৮৯১.০০	-	২,৬৫,৪৪,৮৯১.০০
২.		সিস্টেম অপারেশন ফিস	২,৯২,৫৫,৪৬৬.০০	৪৩,৮৮,৩২০.০০	-	৪৩,৮৮,৩২০.০০
৩.	ব্যয়ের ক্ষেত্রে	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত ভ্যাট	১৩,১৭,৪০,৯৫৪.০০	৯৭,৬৩,১০০.০০	-	৯৭,৬৩,১০০.০০
৪.		কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত আয়কর	১৩,১৭,৪০,৯৫৪.০০	-	২৫,৩৯,১০৬.০০	২৫,৩৯,১০৬.০০
		মোট	-	৪,০৬,৯৬,৩১১.০০	২৫,৩৯,১০৬.০০	৪,৩২,৩৫,৪১৭.০০

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

সারণি-২৫: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হিসাব বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত বাজেট ২০১৮-১৯
১.	বিনিয়োগ (স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে)	৯.৩২	৪.২২	২.৬৬
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	৩১.৮৫	৩৪.৬৩	১১.৫৫
৩.	অবচয়	১০.০০	৯.০০	১০.৩১
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	৪১.৮৫	৪৩.৬৩	২১.৮৬

উপরের সারণি-২৫ হতে প্রতীয়মান হয় যে, কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.২৩ কোটি প্রাক্কলন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাক্কলনের তুলনায় হ্রাস পেয়ে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২.১৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনের সঞ্চয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে প্রাক্কলন ধরা হয়েছিল ৪.৩৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯.৩৩ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪.১৮ কোটি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূলধন কাঠামো

৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কমিশনের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৯০.৩১ কোটি টাকা এবং ঋণ ও মূলধনের অনুপাত ১:৯৯। ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৯৩.৭৮ কোটি ও ৩০ জুন ২০২০ তারিখে কমিশনের মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬.৯৬ কোটি হবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

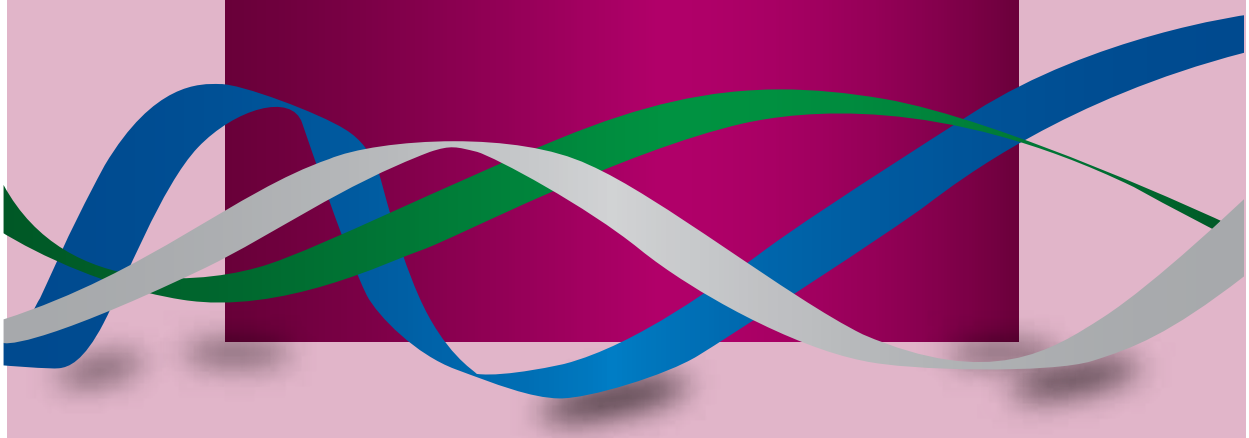

Seminer on Implementation of Availability Based Tariff in Power Sector of Bangladesh

কমিশন ৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে Implementation of Availability Based Tariff in Power Sector of Bangladesh শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিজিসিবি এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জামাল উল্লাহ। সেমিনারে Cost Based Tariff এর পরিবর্তে Demand Based Tariff বাস্তবায়নের উপর Focus করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। এছাড়াও সেমিনারে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি।

Focus Group Discussion

কমিশন কর্তৃক পেট্রোলিয়াম খাতে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০১৯ (খসড়া) এর তফসিল হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২(থ) এ প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে শুধুমাত্র জ্বালানি, জ্বালানি সম্পর্কিত এডিটিভস এবং জ্বালানি দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থসমূহের সমন্বয়ে পেট্রোলিয়াম পদার্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ তালিকার ওপর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় key Note Paper উপস্থাপন করেন কমিশনের পরিচালক (পেট্রোলিয়াম) ড. মোঃ দিদারুল আলম। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েট এর অধ্যাপক ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি ম. তামিম। এছাড়াও কমিশনের সদস্যবৃন্দ, জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রধান/প্রতিনিধিগণ এবং স্টেকহোল্ডারগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি।

Seminer on LNG Tariff: Implication on Trade & Industries

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখ LNG Tariff: Implication on Trade & Industries শীর্ষক সেমিনার কমিশনের সভাকক্ষে আয়োজন করে। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম। সেমিনারে Key Note Paper উপস্থাপন করেন সাবেক বিদ্যুৎ সচিব মোহাম্মদ ফাওজুল কবীর। সেমিনারে এলএনজি গ্যাস আমদানি, এলএনজি আমদানি ব্যয়, প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ, প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা ও শিল্পে এলএনজি গ্যাসের প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ, জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রধান/প্রতিনিধিগণ এবং স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি।

১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত LNG Tariff: Implication on Trade & Industries শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

SAFIR কর্তৃক আয়োজিত সভা ও প্রশিক্ষণে কমিশনের অংশগ্রহণ

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR)। বাংলাদেশ SAFIR এর অন্যতম সদস্য। SAFIR কর্তৃক প্রতিবছর Executive Committee Meeting (ECM), Steering Committee Meeting (SCM), প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব সভা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের জ্বালানি খাতে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। SAFIR এর 15th ECM ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভূটানে অনুষ্ঠিত হয়।

SAFIR এর 15th ECM এ অংশগ্রহণকারী কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

এছাড়াও ২৩-২৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভূটান ইলেকট্রিসিটি অথরিটির সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ ও জনবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। এতে ভূটানস্থ বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত জিষ্ণু রায় চৌধুরী, কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি, ভূটানস্থ বাংলাদেশ কাউন্সিলর সাহাব বিন আহমেদ ও কমিশনের উপপরিচালক মোঃ ফিরোজ জামান উপস্থিত ছিলেন।

ভূটান ইলেকট্রিসিটি অথরিটির সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় উপস্থিত কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

SAFIR এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন-17th SAFIR Core Course on Utility Regulation ৫-৮ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে, 16th ECM ও 25th SCM ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে এবং Power Pool Governance and Interconnection কর্মশালা ২৫-২৬ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। SAFIR এর 16th ECM এ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি'কে ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য SAFIR এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে।

NARUC ও USAID কর্তৃক কমিশনের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) ও United States Agency for International Development (USAID) এর সাথে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২-২৫ অক্টোবর ২০১৮ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় Partnership Exchange Program on Public Communications and Stakeholder Engagement এবং ৯-১২ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে Partnership Exchange Program on Energy Audit and Energy Efficiency প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে কমিশন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামসমূহে জ্বালানি খাতের রেগুলেটরী কার্যক্রমের বিষয়ে NARUC, USAID এবং বিভিন্ন দেশের রেগুলেটরদের সাথে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা দেশের টেকসই জ্বালনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

NARUC, USAID কর্তৃক থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত Partnership Exchange Program on Energy Audit and Energy Efficiency প্রশিক্ষণে কমিশনের কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রতিনিধিদলের ব্রাজিল সফর

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে রেগুলেটরী কার্যক্রম একটি নতুন ধারণা। এনার্জি সেক্টরে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে কমিশন অন্যান্য দেশের রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ/সভার আয়োজন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ১-৫ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে ব্রাজিল সফর করেন। উক্ত সফরে ব্রাজিল ও বাংলাদেশের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতার (Energy Efficiency) বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের লক্ষ্যে প্রতিনিধি দলের সাথে Brazilian Ministry of Mines and Energy (MME); National Electricity Regulatory Agency (ANEEL); National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP); Brazilian Petroleum Corporation (Petrobras); Brazilian Petroleum, Gas and Biofuels Institute (IBP) এবং Gas Company of the State of Amazonas (CIGAS) এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সভাসমূহে মূলত Energy Efficiency & Energy Audit, Energy Regulation, Energy Pricing, Energy Market, Dispute Resolution বিষয়ে মত বিনিময় করা হয় যা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের প্রতিনিধিদলের সাথে ব্রাজিলের প্রতিনিধিগণের মতবিনিময় সভা

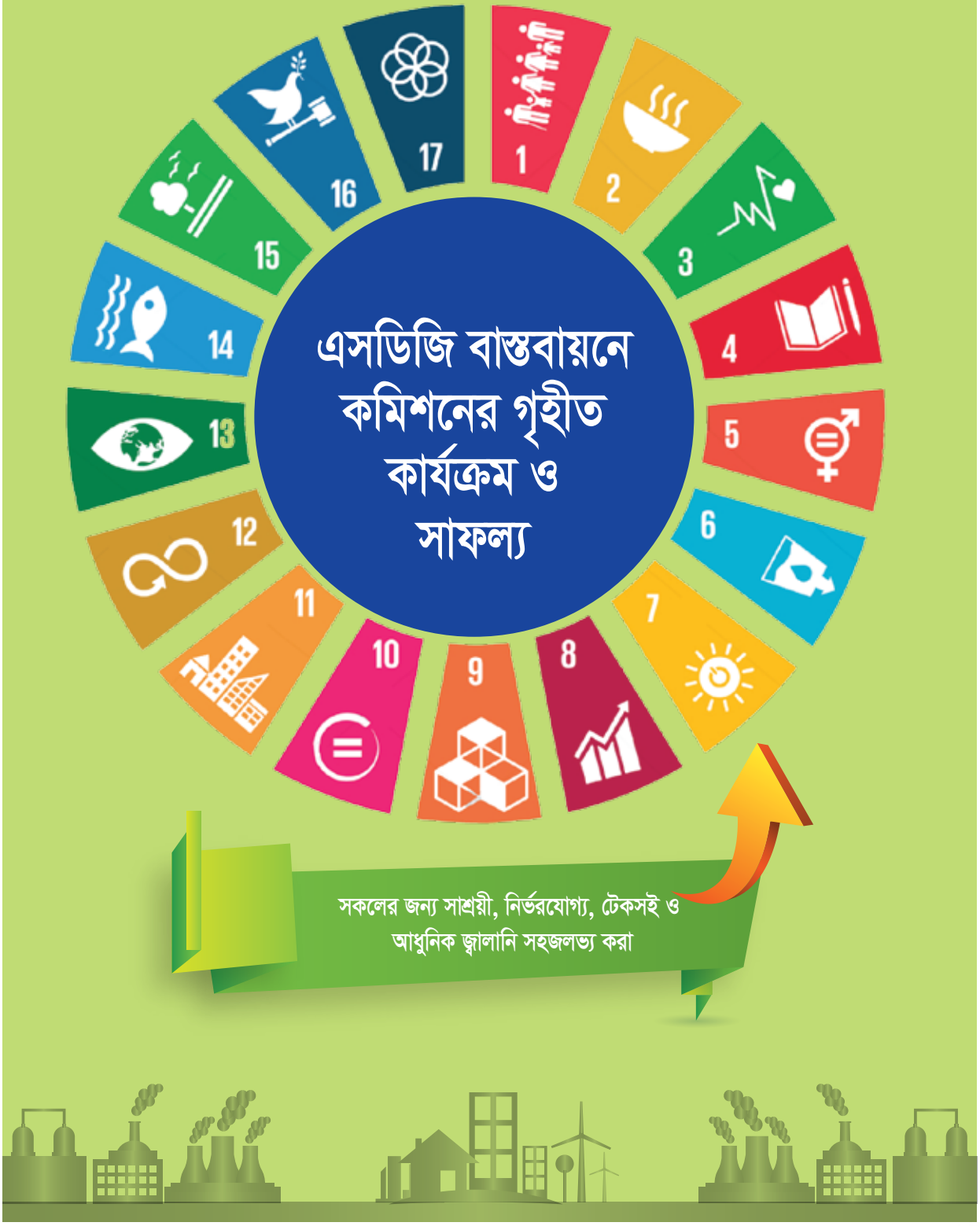
এসডিজি বাস্তবায়নে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য
সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু নতুন অভীষ্টের-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর মেয়াদে জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসহ উন্নয়ন এজেন্ডা' শিরোনামে ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি এজেন্ডা ঘোষণা করা হয়। সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা (ইন্ডিকেটর) নির্ধারণ করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হচ্ছে 'অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা'।

'অভীষ্ট-৭' বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ (টার্গেট)

লক্ষ্য ৭.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা

লক্ষ্য ৭.২: ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা

লক্ষ্য ৭.৩: জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (ইন্ডিকেটর)

লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.১: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.২: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ১০% এ উন্নীত করা

'অভীষ্ট-৭' অর্জনে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তা কার্যক্রম

জ্বালানি খাতে এসডিজি'র বর্ণিত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও বাজেটারি সাপোর্টের ফলে এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে। তবে পল্লী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের (পবিস) বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তার আওতায় পবিসসমূহের উক্ত কস্ট রিকোভারি নিশ্চিতকল্পে পবিসসমূহের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার কম নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১ কোটি গ্রাহক লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা ভোগ করছে। দেশীয় গ্যাস কোম্পানির তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। দেশের সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। দেশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রীড কোড চূড়ান্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের নবায়নযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাদের রেগুলেটরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কমিশনের বর্ণিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং এসডিজি'র 'অভীষ্ট-৭' অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।

কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

কমিশনের অর্জন

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সি ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ; সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান; জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন সর্বশেষ ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ পুনঃনির্ধারণ করে আদেশ জারি করেছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে ১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর গড় পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, তবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পরিচালন ব্যয়ের ভিন্নতা এবং সারাদেশে অভিন্ন খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ বিবেচনায় বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ অভ্যন্তরীণভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। বিউবো, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এবং ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এর বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের (পবিস) ও ওজোপাডিকো এর বাল্ক ট্যারিফ হ্রাস করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) এর বাল্ক ট্যারিফ ইতোপূর্বে বিউবো এর বিতরণ অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য বাল্ক ট্যারিফের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি-২৬: কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর জন্য আদেশ
২	মার্চ ২০১০	বিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর জন্য আদেশ
৩	ফেব্রুয়ারি ২০১১	
৪	ডিসেম্বর ২০১১	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	
৫	মার্চ ২০১২	
৬	সেপ্টেম্বর ২০১২	
৭	মার্চ ২০১৪	
৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
৯	ডিসেম্বর ২০১৭	

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে বিউবো, বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ (পবিস), ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর খুচরা (রিটেইল) বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এ আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে গ্রাহকবান্ধব করা হয়েছে। বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কাঠামোকে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি-উচ্চচাপ এ চারভাগে বিভক্ত করে পূর্বের ১১ (এগারো) টি গ্রাহকশ্রেণিকে মোট ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে নূন্যতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ডিমান্ড চার্জ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতা এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে গ্যাস সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধির জন্য কমিশনে আবেদন করে। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের জন্য ১১-২৫ জুন ২০১৮ মেয়াদে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণশুনানির সমাপনান্তে কমিশন ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে আদেশ জারি করে যা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। এ আদেশের মাধ্যমে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে কমিশন নিরাপত্তা জামানত, বিল পরিশোধ, বিল পৌঁছানো ইত্যাদি কতিপয় নিয়মাবলী পরিবর্তন, বিতরণ সিস্টেম লস নিরূপণে প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় আরও কিছু সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান করে।

পরবর্তীতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় বিবেচনায় গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহ ২৪-২৯ জানুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে যথাক্রমে সঞ্চালন ট্যারিফ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য কমিশনে পুনরায় আবেদন করে। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের জন্য ১১-১৪ মার্চ ২০১৯ মেয়াদে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণশুনানিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত এবং প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার ভারিত গড়ে ৭.৩৮ টাকা/ঘনমিটার থেকে ৩২.৮% বৃদ্ধি করে ৯.৮০ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করে যা ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়।

সারণি-২৭: কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
১	আগস্ট ২০০৯	সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির জন্য
৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির জন্য
৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
৫	মার্চ ২০১৭ জুন ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর, সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য। তবে দ্বিতীয় ধাপে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির জন্য মার্চ ২০১৭ এর মূল্যহার বহাল ছিল।
৬	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়
৭	জুলাই ২০১৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র গ্রাহকশ্রেণিরও মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয়ের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানি

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬২১.১৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ ফান্ডে সর্বমোট ৯,০৬০.৩১ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

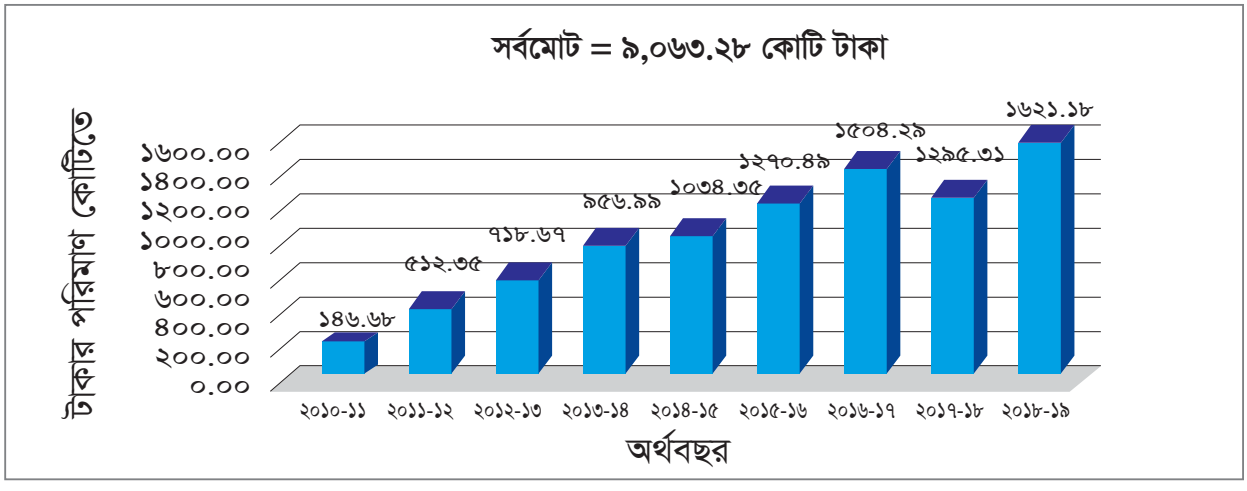

লেখচিত্র-১৯: ২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে মুনাফাসহ সংগৃহীত/জমাকৃত অর্থের পরিমাণ (সূত্র: বিউবো)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১২ মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। উক্ত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় বিউবো-এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR) করা; গ্যাসভিত্তিক পুরাতন প্ল্যান্টের স্থলে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন; Least Cost ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা; গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা এবং নূন্যতম ১ (এক) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রীডে সংযুক্ত (Grid-Tied) সৌর ও বায়ুশক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

সারণি-২৮: বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে অদ্যাবধি অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানি	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	তহবিল হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	৩৮৪	২,৬২৬
২	কনভার্শন অব সিলেট (১৫০ মেগাওয়াট জিটুজি, ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি)	বিউবো	৭৫	৭৬০
৩	কন্সট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৮
৪	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিসিএল	১৩২০	১,১৮৪
৫	কন্সট্রাকশন অব ৫৫০-৬০০ মেগাওয়াট এইচ-ক্লাস কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিউবো	৫৫০-৬০০	৪,২০০

(সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)

প্রসঙ্গক্রমে উলেখ করা যায় যে, দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির বহুমুখীকরণ এবং বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়ন, 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১২'-কে একটি কার্যকর Revolving ফান্ড হিসেবে পরিচালন এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল'কে যুগোপযোগী এবং Revolving করার লক্ষ্যে খসড়া 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১৭' প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত খসড়া গাইডলাইন্সের ওপর স্বার্থসংশিষ্ট পক্ষজনের মতামত গ্রহণের জন্য একটি কর্মশালা এবং পরবর্তীতে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। কর্মশালা এবং উন্মুক্ত সভা হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে "বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১৯" কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকরত: ২০ জুন ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়। অনুমোদিত গাইডলাইন্সটি ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয় যা ১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। এ তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত পেট্রোবাংলা প্রান্তে এ তহবিলে মোট ৯,১৯৬.৭৯ কোটি টাকা মুনাফা ব্যতীত সংগৃহীত হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে পেট্রোবাংলায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের স্থিতি (মুনাফা ব্যতীত) ৪,৪১০.৫৬ কোটি টাকা।

সারণি-২৯: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বছর	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	৫,৩৮৩.৪৩
২	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সূনেত্র) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন	জানুয়ারি ২০১১-অক্টোবর ২০১৩	৬,৩৫৬.১৫
৩	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	১৯,৭০০.৫৭
৪	বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	৯১,৩৩১.১০
৫	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	৪,১৭৩.০৫
৬	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	৬,১২৭.৫৪
৭	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	৩,৮৫৯.৪৮
৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	৭,৪৯২.৬০
৯	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (তৈল কূপ)	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	১৬,৮২৯.৬১
১০	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	৯,০৭৩.৯৬
১১	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	৩,৭৩৯.৪২
১২	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদ্‌গীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	১৬,০৪৯.৯৬
১৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	৩৪,৭০৩.৭০
১৪	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপন	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	৯,২৯৪.৫১
১৫	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	১১,৩০৬.৭২
১৬	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	১৯,৪৭৭.৩৯
১৭	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	৪,৫০৬.৬৩
১৮	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	২২,৩১৯.৯৫
১৯	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	১৯,৬৪৭.০০
২০	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	৮,১৫১.৫৮
২১	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	১,২৫১.৭৫
২২	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রেইজল/ডেভেলাপমেন্ট ড্রিলিং এন্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	৫,০২৬.৩৭
২৩	রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৩৫,৮৪৫.৭৬
২৪	বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন ও একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮	৮,২৮৮.৪৬
২৫	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশান ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭	এপ্রিল ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮	১৫,০১৪.৪০
	মোট		**৩,৮৪,৯৫১.০৯**

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

সারণি-৩০: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান/গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	চলমান/গৃহীত প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য বাস্তবায়নের বছর	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	ডিসেম্বর ২০১২-নভেম্বর ২০১৯	২৪,৭৭০.০০
২	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	ডিসেম্বর ২০১৩-জুন ২০২০	১৭,১২৭.০০
৩	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও সালদা নর্থ-১)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	১৬,২০৯.০০
৪	রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ সেমুতাং সাউথ-১ এবং জেকিগঞ্জ-১)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	২২,০১৮.০০
৫	রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১)	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯	২১,৬২১.২৭
৬	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	১৬,৩২৯.১৭
৭	রূপকল্প-৯ খনন প্রকল্প: ২-ডি সাইসমিক (৩,০০০ কিলোমিটার লাইন ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	১২,৩৩৮.০০
৮	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	এপ্রিল ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯	৩৫,৪৫০.০০
	মোট		১,৬৫,৮৬২.৪৪

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এ তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত পেট্রোবাংলা প্রান্তে এ তহবিলে মোট ৯,৭১১.৯২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসেবে এ তহবিল থেকে অদ্যাবধি ৯,২২৭.৪৪ টাকা অর্থায়ন অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬,৯৯৯.১৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে পেট্রোবাংলা প্রান্তে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের স্থিতি ২,৭১২.৭৩ কোটি টাকা।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি উচ্চচাপ-এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে বিদ্যমান গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্যে/আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। বহুতল আবাসিক ভবনের জন্য মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট), আবাসিক ও বাণিজ্যিক-মিশ্র এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানাবলী জারি

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, মিটার ভাড়া, বিবিধ চার্জ/ফি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০১৩.১২-৬৪৮৮ নং স্মারকের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ এবং গ্যাস খাতের গ্রাহকদের নূন্যতম চার্জ প্রত্যাহার ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সকল খুচরা বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে নূন্যতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে গ্যাস খাতের বিদ্যমান প্রযোজ্য নূন্যতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গৃহস্থালি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

১-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে বিল মাস ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন ০৪ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর লাইফ-লাইন ট্যারিফ অভিন্ন ৩.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৬টি পবিস এর বিদ্যমান ট্যারিফ ৩.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ.এর উর্দ্ধে হওয়ায় সেগুলোর বিদ্যমান ট্যারিফ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে বাপবিবো এর আওতাধীন উক্ত ৭৬টি পবিস এর প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি পাবে না।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি বিদ্যুতের তুলনামূলক কম ব্যবহার ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া সরকারের দায়িত্ব এবং এ লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি প্রদানের পদ্ধতি ১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ মোতাবেক পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো প্রত্যেক পবিস এর নিট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করা যাবে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ লস ৯.৩৫%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরও কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময় যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয় যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ বিভাগের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ১০ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৪.৯৮% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শিট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার সেবা ক্রয়ের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে আগ্রহব্যক্তকরণের (EOI) অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরূপ:

১. সেবার মান উন্নয়নে কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২. লাইসেন্সিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩. সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৪. এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা, সংরক্ষণ এবং প্রচার করা;

৫. কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা;

৬. ই-ফাইলিং এবং ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি লেস পেপার অফিস তৈরি করা;

৭. Performance Management System এবং Annual Performance Agreement চালু করা;

৮. আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা এবং

৯. কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

AUDITOR'S REPORT and FINANCIAL STATEMENTS OF BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

For The Year Ended 30 June 2019

Independent Auditors' Report To Bangladesh Energy Regulatory Commission

Opinion

We have audited the financial statements of Bangladesh Energy Regulatory Commission (the "Commission"), which comprise the statement of financial position as at 30 June 2019, and the statement of Income and Expenditure, statement of Revenue, Income and Capital Expenditure, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Commission as at 30 June 2019, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Commission in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of this Commission for the year ended 30 June 2018 were audited by ACNABIN, Chartered Accountants who expressed an unmodified opinion on those statements on 17 October 2018.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Commission's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Commission or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Commission's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered

material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtained audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Commission's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Commission to cease to continue as a going concern.
- Evaluated the overall presentation, structure and content of the Commission's financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

a) we have obtained all the material information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

b) in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Commission so far as it appeared from our examination of these books; and

c) The statement of financial position and statement of income and expenditure together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

Dated, Dhaka
02 October 2019

MABS & J Partners
Chartered Accountants.

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Financial Position

As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.19	30.06.18
ASSETS:			
Non Current Assets:		1,791,228,654	1,624,034,525
Property, Plant and Equipment	4.00	116,165,795	100,202,442
Intangible Assets	5.00	1,335,886	963,092
Investment in FDR	6.00	1,673,726,974	1,522,868,991
Current Assets:		**129,586,975**	**283,583,915**
Advance against Expenses	7.00	1,874,029	3,504,812
Interest Receivable on FDR	19.00	34,826,868	27,274,042
Cash and Cash Equivalents	8.00	92,886,078	252,805,061
Total Assets		**1,920,815,629**	**1,907,618,440**
EQUITY AND LIABILITIES:			
Equity		1,914,230,199	1,902,737,377
Capital Fund	9.00	9,623,496	9,623,496
Retained Earnings	10.00	1,886,784,874	1,875,292,052
TA Project	11.00	17,821,829	17,821,829
Current Liabilities:		**6,585,430**	**4,881,064**
Creditors for Expenses	12.00	4,603,888	3,025,492
General Provident Fund	13.00	1,762,900	1,664,650
Benevolent Fund	14.00	172,668	140,468
Group Insurance	15.00	45,974	50,454
Total Equity and Liabilities		**1,920,815,629**	**1,907,618,440**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
02 October 2019

Signed as per our annexed report of even date.

MABS & Partners
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Income and Expenditure

For the year ended 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
A INCOME:			
License Fees and Renewal fees	16.00	174,329,238	234,263,020
System Operation Fees	17.00	29,255,466	93,987,377
Application fees	18.00	1,554,300	1,597,000
Interest on FDR	19.00	92,381,578	59,302,728
Bank Interest on SND/CA	20.00	9,108,845	7,746,660
Dispute Settlement Fees		1,535,000	2,468,500
Tariff Fixation Fee		1,400,000	1,400,000
Recruitment Applicant Fees		36,400	32,000
Others Fees For License (Penalties)		10,325	10,400
Amendment Fee		2,636,700	-
Other Income		1,050,500	231,071
Total Income		**313,298,352**	**401,038,756**
B EXPENDITURE:			
Salary & Allowances	21.00	40,569,227	39,583,649
Overtime		1,511,722	1,398,508
Office Rent		16,784,665	15,279,824
Publicity and Advertisement		2,380,259	1,880,549
Printing & Stationary		2,138,163	1,651,914
Entertainment		1,652,134	1,516,104
Daily Labour wages		1,199,425	848,950
Depreciation		9,973,330	7,475,012
Amortization		333,969	240,773
Books and Periodicals		97,441	124,758
Examination Fees		750,000	51,800
Petrol and Lubricants		3,326,874	2,678,983
Honorarium/Remuneration		4,355,584	3,984,190
Legal Expenses		4,015,750	2,386,683
Audit Fees		110,000	60,000
Membership Fees (SAFIR)		-	335,030
Medical		720,981	526,519
General Provident Fund		1,591,380	526,763
Miscellaneous Expenses		516,142	557,003
Committee Meeting Expenses		406,925	65,700
Postage, Telegram and Telephone		1,572,459	654,147
Computer Accessories		998,968	665,025
Repairs and Maintenance		1,826,037	2,472,627
Bank Charges		1,399,213	1,189,537
Seminar and Conference		2,156,270	4,853,298
Training		7,692,941	7,582,895

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
Transport Insurance		973,693	802,485
Travelling and Daily Allowances		15,823,166	9,910,219
Utility		2,010,820	1,461,879
Research and Surveys		3,905,801	1,874,213
Donation to Consolidated Fund Bangladesh Bank		150,000,000	100,000,000
Pension		20,000,000	-
Interest Expense Subsidies for GPF		78,107	-
Social Welfare and Innovation		934,084	-
Total Expenses		**301,805,530**	**212,639,032**
Excess of Income over Expenditure	**[A-B]**	**11,492,822**	**188,399,724**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
02 October 2019

Signed as per our annexed report of even date.

MABS & Partners
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure

For the year ended 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
A INCOME:			
License Fees and Renewal fees	16.00	174,329,238	234,263,020
System Operation Fees	17.00	29,255,466	93,987,377
Application fees	18.00	1,554,300	1,597,000
Interest on FDR	19.00	92,381,578	59,302,728
Bank Interest on SND/CA	20.00	9,108,845	7,746,660
Dispute Settlement Fees		1,535,000	2,468,500
Tariff Fixation Fee		1,400,000	1,400,000
Recruitment Applicant Fees		36,400	32,000
Others Fees For License (Penalties)		10,325	10,400
Amendment Fee		2,636,700	-
Other Income		1,050,500	231,071
Total Income		**313,298,352**	**401,038,756**
B REVENUE EXPENSES:			
Salary & Allowances	21.00	40,569,227	39,583,649
Overtime		1,511,722	1,398,508
Office Rent		16,784,665	15,279,824
Publicity and Advertisement		2,380,259	1,880,549
Printing & Stationary		2,138,163	1,651,914
Entertainment		1,652,134	1,516,104
Daily Labour wages		1,199,425	848,950
Depreciation		9,973,330	-
Amortization		333,969	240,773
Books and Periodicals		97,441	124,758
Examination Fees		750,000	51,800
Petrol and Lubricants		3,326,874	2,678,983
Honorarium/Remuneration		4,355,584	3,984,190
Legal Expenses		4,015,750	2,386,683
Audit Fees		110,000	60,000
Membership Fees (SAFIR)		-	335,030
Medical		720,981	526,519
General Provident Fund Interest		1,591,380	526,763
Miscellaneous Expenses		516,142	557,003
Committee Meeting Expenses		406,925	65,700
Postage, Telegram and Telephone		1,572,459	654,147
Computer Accessories		998,968	665,025
Repairs and Maintenance		1,826,037	2,472,627
Bank Charges		1,399,213	1,189,537
Seminar and Conference		2,156,270	4,853,298
Training		7,692,941	7,582,895

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
Travelling and Daily Allowances		15,823,166	9,910,219
Utility		2,010,820	1,461,879
Research and Surveys		3,905,801	1,874,213
Donation to Consolidated Fund Bangladesh Bank		150,000,000	100,000,000
Pension		20,000,000	-
Interest Expense Subsidies for GPF		78,107	-
Social Welfare and Innovation		934,084	-
Total Revenue Expenses		**301,805,530**	**205,164,019**
C CAPITAL EXPENDITURE:			
Land		5,793,463	-
Furniture & Fixture		445,100	542,742
Office Equipment		626,550	237,641
Office Equipment Television		-	94,000
Office Equipment CC Camera		196,950	-
Computer Equipment		1,594,341	1,077,300
Computer Software		706,763	1,095,065
Motor Vehicle		16,716,621	29,819,345
Engineering /Communication Equipment		563,658	701,670
TOTAL CAPITAL EXPENSES		**26,643,446**	**33,567,763**
TOTAL EXPENSES	**B+C**	**328,448,976**	**238,731,782**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
02 October 2019

Signed as per our annexed report of even date.

MABS & Partners
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Changes in Equity

For the year ended 30 June 2019

Amount in Taka

Particulars	Capital Fund	TA Project	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01.07.2018	9,623,496	17,821,829	1,875,292,052	1,902,737,377
Excess of Income over Expenditure	-	-	11,492,822	11,492,822
Balance as on 30.06.2019	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,886,784,874**	**1,914,230,199**
Balance as on 01.07.2017	9,623,496	17,821,829	1,686,892,327	1,714,337,652
Excess of Income over Expenditure	-	-	188,399,724	188,399,724
Balance as on 30.06.2018	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,875,292,052**	**1,902,737,377**

The notes 01 to 21 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on it's behalf by:

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
02 October 2019

Signed as per our annexed report of even date.

MABS & Partners
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
Cash Flow from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure		11,492,822	188,399,724
Adjustment for:			
Depreciation charged		9,973,330	7,475,012
Amortization charged		333,969	240,773
(i) Operating profit before working capital changes		**21,800,121**	**196,115,509**
(Increase)/Decrease in Advance Against Expenses		1,630,783	869,901
(Increase)/Decrease in Interest Receivable on FDR		(7,552,826)	(1,753,375)
Increase/(Decrease) in Creditors for Expenses		1,578,397	836,956
Increase/(Decrease) in General Provident Fund		98,250	249,851
Increase/(Decrease) in Benevolent Fund		32,200	34,100
Increase/(Decrease) in Group Insurance		(4,480)	6,840
(ii) Changes in Working Capital		**(4,217,676)**	**244,272**
Interest received during the year		69,875,205	202,180,428
Net Cash flows from operating activities (i+ii)		**87,457,650**	**398,540,210**
Cash flow from Investing Activities:			
Acquisition of Property, Plant and Equipment		(25,936,683)	(32,472,698)
Acquisition of Software		(706,763)	(1,095,065)
Investment in FDR		(220,733,188)	(327,000,000)
Net Cash used in Investing Activities		**(247,376,634)**	**(360,567,763)**
Cash Flow from Financing Activities:			
Capital Fund Account		-	-
Other Finance		-	-
Net Cash flows from financing activities		-	-
Net changes in Cash & Cash Equivalent		**(159,918,984)**	**37,972,447**
Add: Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		**252,805,061**	**214,832,615**
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		**92,886,078**	**252,805,062**

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
02 October 2019

Signed as per our annexed report of even date.

MABS & Partners
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Notes to the Financial Statements

As at and for the year ended 30 June 2019

1.00 About the Commission

The Bangladesh Energy Regulatory Commission has its inherent characteristics of independence, neutrality and regulatory. The Commission was established on 13 March 2003 under an Act of Parliament (Act No.13 of 2003) and started to function with effect from 24 April 2004. The BERC is mandated for creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity, transmission, transportation and marketing of gas resources and petroleum products to ensure transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors, to protect consumers' interest and to promote the creating of the competitive market.

1.01 Establishment and Constitution of the Commission

Being a statutory body the commission shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may be by the said name, sue and be used.

The commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President on the basis of proposal of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the commission is a fully constituted one.

1.02 Vision of the Commission

To establish Bangladesh Energy Regulatory Commission as a world class organization to ensure justice and good governance in Energy sector by 2030.

1.03 Mission of the Commission

(a) To promote equal opportunities for public and private investments;

(b) To ensure justice through dispute settlement;

(c) To protect consumers' interest in energy sector;

(d) To ensure good governance in energy sector;

(e) To fix up reasonable tariff in energy sector

(f) To issue licenses among the government and private agencies dealing with energy business;

(g) To ensure efficiencies in energy sector; and

(h) To develop competitive market in energy sector.

1.04 Strategic goals of the Commission

(a) To make sure Annual work Plan for every employee;

(b) To make out Annual Performance Agreement between supervisor and subordinate at beginning of every fiscal year;

(c) To fix up training schedule to improve employees' efficiencies;

(d) To fix up key performance Indicator for evaluation of employee's performance; and

(e) To digitize all operations in BERC.

1.05 Functions of Bangladesh Energy Regulatory Commission

To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;

To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;

To issue, cancel, amend and determine conditions of licenses, exemption of licenses and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;

To approve schemes on the basis of overall program of the licensee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;

To collect, review, maintain and publish statistics of energy;

To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;

To develop uniform methods of accounting for all Licensees;

To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the Licensees;

To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;

To resolve disputes between the Licensees, and between Licensees and consumers, and refer those to arbitration if considered necessary;

To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;

To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and

To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act for electricity generation and energy transmission, marketing, supply, storage, efficient use, quality of services, tariff fixation and safety improvement.

2.00 Basis of Preparation of Financial Statements

2.01 Basis of Accounting

Bangladesh Energy Regulatory Commission generally follows the accrual basis of accounting except income from fees which are accounted on a cash basis. The Financial Statements have been prepared and the disclosures of information are made in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as long as applicable for the Company.

Figures have been rounded off to the nearest Taka. Figures and Presentation relating to the previous year included in this report have been rearranged, wherever necessary, in order to conform to current year's presentation.

2.02 Reporting Period

The financial statements cover the financial year from 01 July 2018 to 30 June 2019 with comparative figures for the financial year from 01 July 2017 to 30 June 2018.

2.03 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial statements only when there is legally enforceable right to set-off the recognized amounts and the organization intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

2.04 Materiality and aggregation

Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of dissimilar nature or function are presented separately unless they are immaterial.

2.05 Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Bangladesh Taka (Taka/Tk.), which is both functional currency and presentation currency of the Commission.

2.06 Level of Precision

The figures in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

2.07 Components of Financial Statements

The Financial Statements include the following components as per IAS 1 "Presentation of Financial Statements".

i. Statement of Financial Position;

ii. Statement of Income and Expenditure;

iii. Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure;

iv. Statement of Changes in Equity;

v. Statement of Cash Flows;

vi. Accounting Policies and Explanatory Notes.

2.08 Comparative Information

Comparative information has been disclosed in respect of the year 2017-2018 for all numerical information of the Financial Statements and also the narrative and descriptive information when it is relevant for understanding of the current period's Financial Statements.

Last year's figures have been rearranged where considered necessary to conform to current year's presentation.

2.09 Consistency of Presentation

The presentation and classification of all items in the Financial Statements have been retained from one period to another period unless where it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies or changes is required by another IFRS.

3.00 Accounting Policies

The significant accounting policies followed in the preparation and presentation of these financial statements is summarized below;

Revenue Recognition:

In compliance with the requirements of IFRS 15: Revenue from Contract with Customers, revenue is recognized only when the services are provided and invoiced to the clients

and its realization is reasonably certain.

Income realized from License Fees, System Operation Fees, Application Fees, Renewal Fees, Amendment Fees is recognized in the Statement of Income & Expenditures when there is certainty that all of the conditions for receipt of the income have been complied with and the relevant expenditure that it is expected to compensate has been incurred and charged to the Statement of Income & Expenditures.

All other income is recognized when the organization is legally entitled to the use of such funds and the amount can be quantified.

Net gains and losses on the disposal of property, plant & equipment and other non-current assets, including investments, are recognized in the Statement of Income & Expenditures after deducting from the proceeds on disposal, the carrying value of the item disposed of and any related selling expenses.

Expenditure Recognition:

Expenses in carrying out the operations of Commission and other activities of the commission are recognized in the Statement of Income and Expenditure during the period in which they are incurred. Other expenses incurred in administering and running the organization and in restoring and maintaining the property, plant and equipment to perform at expected levels are accounted for on an accrual basis and charged to the Statement of Income and Expenditure.

Going Concern

The Financial Statements are prepared on a going concern basis. As per Management's assessment, there is no material uncertainty relating to events or condition which may cast doubt upon the Commission's ability to continue as a going concern.

Use of Estimates and Judgments

The preparation of Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and underlying assumptions are based on past experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the result of which form the basis of making judgments about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

In consideration of most closely reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Governing Body in current year depreciation policy has been changed from reducing balance method to straight line method.

3.01 Property, Plant and Equipment

3.01.1 Recognition and Measurement

This has been stated at cost less accumulated depreciation in compliance with the requirements of IAS 16: Property, Plant and Equipment. The cost of acquisition of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the assets to its working condition.

3.01.2 Maintenance Activities

The Commission incurs maintenance costs for all its major items of property, plant and equipment. Repair and maintenance costs are charged as expenses when incurred.

3.01.3 Depreciation

Depreciation is charged on the cost of the assets over the period of their expected useful life, in accordance with the provisions of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Irrespective of the date of acquisition, full year depreciation is charge at the following rates on "Reducing" balance basis:

Sl. No.	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

3.02 Intangible Assets

3.02.1 Components

The main item included in intangible asset is software.

3.02.2 Basis of recognition

An Intangible asset shall only be recognized if it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the Commission and the cost of the asset can be measured reliably in accordance with IAS 38: Intangible Assets. Accordingly, this asset is stated in the Financial Statement at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

3.02.3 Subsequent expenditure

Subsequent expenditure on intangible asset is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific assets to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

3.02.4 Amortization

Irrespective of the date of acquisition, full year amortization of intangible asset is charged on "Reducing" balance method at a rate of 20% to write off the cost of intangible assets.

3.03 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, in transit and with banks on current and short-term deposit accounts which are held and available for use by the Commission without any restriction. There is insignificant risk of change in value of the same.

3.04 Advances against Expenses

Advances are initially measured at cost. After initial recognition, advances are carried at cost less deductions, adjustments or any other changes.

3.05 Capital Fund

The fund has been provided by the Government of Bangladesh to run the operation of the Commission.

3.06 General Provident Fund

The permanent employees of the Commission contribute to "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund" which is governed by the General Provident Fund Rules, 1979 as mentioned in regulation no. 54 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Rules, 2008.

A separate trustee board was formed by the Commission on 12 August 2014 to operate and manage "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund". For this purpose, the Trustee Board opened an SND Account on 28 July 2016 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund" bearing A/C No.0117203000-217.

3.07 Employees Pension Fund:

The permanent employees of the Commission have the following retirement benefits:

(a) General Provident Fund, and

(b) Gratuity

The Commission has taken initiative to introduce "Pension Scheme" for its permanent employees in place of existing retirement benefit i.e. General Provident Fund and Gratuity. It has already formed a separate Trustee Board to operate and manage "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees' Pension Fund" on 27 March 2019 in its meeting Ref: 12.2019 according to the direction of "Energy and Mineral Resources Division" of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

The trustee board has already opened an SND Account on 1 April 2019 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of "Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees' Pension Fund" bearing A/C No. 0117203000-239.

3.08 Fees Income

Income from Fees has been recognized on cash basis.

3.09 Interest Income

Interest income on fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

3.10 Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flow has been prepared in accordance with the requirements of IAS 7: Statement of Cash Flows. The cash generated from operating activities has been reported using the Indirect Method as the benchmark treatment of IAS 7, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments from operating activities are disclosed.

3.11 Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Commission's position at the date of Statement of Financial Position or those that indicate that the going concern assumption is not appropriate are reflected in the financial statements. Events after reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018
4.00 Property, Plant and Equipment: Tk. 116,165,795		
The break-up of the above amount is as follows:		
A. Cost	**194,337,989**	**168,401,306**
Opening Balance	168,401,306	135,928,608
Add: Addition during the year	25,936,683	32,472,698
B. Accumulated depreciation	**78,172,194**	**68,198,864**
Opening Balance	68,198,864	60,723,852
Add: Depreciation charged during the year	9,973,330	7,475,012
Written Down Value (A-B)	**116,165,795**	**100,202,442**

A schedule of fixed assets as on 30 June 2019 is enclosed underAnnexure-A.

5.00 Intangible Assets: Tk. 1,335,886		
The break-up of the above amount is as follows:		
A. Cost	**1,937,828**	**1,231,065**
Opening Balance	1,231,065	136,000
Add: Addition during the year	706,763	1,095,065
B. Accumulated Amortization	**601,942**	**267,973**
Opening Balance	267,973	27,200
Add: Amortization charged during the year	333,969	240,773
Written Down Value (A-B)	**1,335,886**	**963,092**

A schedule of fixed assets as on 30 June 2019 is enclosed under Annexure-B.

6.00 Investment in FDR: Tk. 1,673,726,974		
The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance (Principal & Interest)	1,522,868,991	1,398,049,419
	1,522,868,991	1,398,049,419
Less: FDR Encashment (Principal)	1,307,500,000	948,000,000
	215,368,991	450,049,419
Less: FDR Encashment (Interest)	154,703,957	259,729,782
	60,665,034	190,319,638
Add: Investment during the year (Principal)	1,528,233,188	1,275,000,000
	1,588,898,222	1,465,319,638
Add: Interest received during the year	84,828,752	57,549,353
Closing Balance (Principal & Interest)	**1,673,726,974**	**1,522,868,991**

7.00 Advance against Expenses: Tk. 1,874,029		
The break-up of the above amount is as follows:		
Advance against Petrol & Lubricant (Note: 7.01)	187,805	271,224
Advance against Legal Expenses (Note: 7.02)	130,000	705,796
Advance against Medical Treatment (Note: 7.03)	350,354	348,354

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018
Advance against Mobile Bill Allowance (Note: 7.04)	10,000	10,000
Advance against Travelling Expenses (Note: 7.05)	867,232	1,880,658
Advance against Others (Note: 7.06)	328,638	288,780
	1,874,029	**3,504,812**

7.01 Advance against Petrol & Lubricant: Tk. 187,805

The break-up of the above amount is as follows:

Opening Balance	271,224	78,080
Add: Addition During the Year	508,021	305,750
	779,245	383,830
Less: Adjustment During the Year	591,440	112,606
Closing Balance	**187,805**	**271,224**

7.02 Advance against Legal Expenses: Tk. 130,000

The break-up of the above amount is as follows:

Opening Balance	705,796	675,000
Add: Addition During the Year	100,000	133,800
	805,796	808,800
Less: Adjustment During the Year	675,796	103,004
Closing Balance	**130,000**	**705,796**

7.03 Advance against Medical Treatment: Tk. 350,354

The break-up of the above amount is as follows:

Opening Balance	348,354	348,354
Add: Addition During the Year	2,000	-
Closing Balance	**350,354**	**348,354**

7.04 Advance against Mobile Bill Allowance: Tk. 10,000

The break-up of the above amount is as follows:

Opening Balance	10,000	10,000
Add: Addition During the Year	-	-
	10,000	10,000
Less: Adjustment During the Year	-	-
Closing Balance	**10,000**	**10,000**

7.05 Advance against Travelling Expenses: Tk. 867,232

The break-up of the above amount is as follows:

Opening Balance	1,880,658	3,005,094
Add: Addition During the Year	1,659,704	14,509,398
	3,540,362	17,514,492
Less: Adjustment During the Year	2,673,130	15,633,834
Closing Balance	**867,232**	**1,880,658**

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018
7.06 Advance against Others: Tk. 328,638		
The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance	288,780	258,185
Add: Addition During the Year	2,458,473	22,949,520
	2,747,253	23,207,705
Less: Adjustment During the Year	2,418,615	22,918,925
Closing Balance	**328,638**	**288,780**
8.00 Cash & Cash Equivalents: Tk. 92,886,078		
The break-up of the above amount is as follows:		
Cash In Hand	64,894	91,566
Sonali Bank A/c No. 216	(1,197,420)	252,713,495
Sonali Bank A/c No. 928	94,018,604	-
	92,886,078	**252,805,061**
9.00 Capital Fund: Tk. 9,623,496		
The break-up of the above amount is as follows:		
Received from GOB	9,623,496	9,623,496
	9,623,496	**9,623,496**
10.00 Retained Earnings: Tk. 1,886,849,450		
The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance	1,875,292,052	1,686,892,327
Add: Excess of Income over Expenditure	11,492,822	188,399,724
	1,886,784,874	1,875,292,052
Less: Adjustment during the year	-	-
Closing Balance	**1,886,784,874**	**1,875,292,052**
11.00 TA Project Fund: Tk. 17,821,829		
The break-up of the above amount is as follows:		
Received from World Bank	17,821,829	17,821,829
	17,821,829	**17,821,829**

Technical Assistance Project (TA Project) for Institutional Development of Bangladesh Energy Regulatory Commission under power sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD), funded by World Bank, has been successfully completed on 31 December 2012. As per provision of approved TPP of other project (Page 9 of TPP) and decision of the Commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the Bangladesh Energy Regulatory Commission.

12.00 Creditors for Expenses: Tk. 4,603,888		
The break-up of the above amount is as follows:		
Labour wages	71,250	101,250
Officer's Salary	1,321,865	-

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018
Staff Salary	123,260	-
House Rent Allowance	1,003,194	-
Medical Allowance	80,500	-
Education Allowance	25,500	-
Telephone Allowance	6,900	-
Special Allowance	76,000	-
Conveyance Allowance	13,200	-
Tiffin Allowance	800	-
Charge Allowance	13,339	-
Overtime	131,832	120,264
Electricity	210,895	-
Telephone	30,207	48,628
Books and Periodicals	6,424	5,631
Audit Fee	110,000	60,000
Office Rent	1,376,122	2,471,304
Internet and Fax	-	47,460
Fuel & Lubricant	-	170,955
Washing	2,600	-
	4,603,888	**3,025,492**

13.00 General Provident Fund: Tk. 1,762,900

The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance	1,664,650	1,414,800
Add: Deduction From Salary during The Year	1,815,700	1,717,450
	3,480,350	3,132,250
Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)	1,717,450	1,467,600
Closing Balance	**1,762,900**	**1,664,650**

"During this year, an amount of Tk. 1,795,557 in total, of 54 employees' contribution of Tk. 1,717,450 along with the interest of Tk. 78,107, have been transferred from the BERC's SND A/C 0117203000216 to ""BERC Employees General Provident Fund"" A/C (no. 0117203000-217).Moreover, a total amount of Tk. 7,492,064 had already been transferred from 10 August 2016 to 27 December 2018 in five instalments and as of 30 June 2019, total balance stood at Tk. 8,190,315."

13.01 Employees Pension Fund

"For this newly formed fund, during this year an amount of Tk. 20,000,000 has been transferred from the BERC SND A/C 0117203000-216 to "BERC Employees' Pension Fund" A/C (No. 0117203000-239).

Subsequently, a total Tk. 40,000,000 has been transferred from BERC SND A/C 0117203000-216 to ""BERC Employees Pension Fund"" A/C (No. 0117203000-239) out of which Tk. 39,085,000 has already been invested as fixed deposits in several nationalized banks.

The Commission has also estimated that the amount of pension liabilities for its

permanent employees would be about Tk. 100,000,000 by 30 June 2020. The Commission has also plan to transfer the required amount to ""BERC Employees Pension Fund"" and to carryout an actuarial evaluation of its pension liabilities as well as the financial capabilities of BERC to meet these obligation."

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018

14.00 Benevolent Fund: Tk. 172,668

The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance	140,468	106,368
Add: Deduction From Salary during The Year	32,200	34,100
	172,668	**140,468**
Less: Transfer to SND Account	-	-
Closing Balance	**172,668**	**140,468**

15.00 Group Insurance: Tk. 45,974

The break-up of the above amount is as follows:		
Opening Balance	50,454	43,614
Add: Deduction From Salary during The Year	6,760	6,840
	57,214	50,454
Less: Transfer to SND Account	11,240	-
Closing Balance	**45,974**	**50,454**

	Amount in Taka	
	2018-2019	2017-2018

16.00 License Fees and Renewal Fees: Tk. 174,329,238

The break-up of the above amount is as follows:		
Electricity	107,260,496	99,036,940
Gas	35,018,804	72,675,823
Petroleum	32,049,938	62,550,257
	174,329,238	**234,263,020**

17.00 System Operation Fees: Tk. 29,255,466

The break-up of the above amount is as follows:		
Electricity	21,027,137	50,048,979
Gas	7,975,809	43,761,157
Petroleum	252,520	177,241
	29,255,466	**93,987,377**

18.00 Application fees: Tk. 1,554,300

The break-up of the above amount is as follows:		
Electricity	764,800	799,000
Gas	91,500	432,000
Petroleum	698,000	366,000
	1,554,300	**1,597,000**

	Amount in Taka	
	30.06.2019	30.06.2018
19.00 Interest on FDR: Tk. 92,381,578		
The break-up of the above amount is as follows:		
Interest Received during the year	84,828,752	57,549,353
Add: Interest receivable during the year	34,826,868	27,274,042
Less: Last year Receivable	27,274,042	25,520,667
	92,381,578	**59,302,728**
20.00 Bank Interest on SND/CA: Tk. 9,108,845		
The break-up of the above amount is as follows:		
Sonali Bank A/c No. 216	9,108,845	7,746,660
	9,108,845	**7,746,660**
21.00 Salary & Allowances: Tk. 40,569,227		
The break-up of the above amount is as follows:		
Officers Salary	16,059,407	15,276,479
Staff Salary	6,117,320	6,249,524
Festival Bonus	2,272,970	3,548,336
Consultation free	764,706	355,250
House Rent Allowance	11,761,845	11,141,777
Medical Allowance	1,232,596	1,220,442
Charge Allowance	146,835	126,220
Entertainment Allowance	-	54,000
Telecommunication Allowance	65,100	17,600
Bangla New Year Allowance	393,048	374,898
Rest & Recreation Allowance	601,700	66,120
Education assistance allowance	298,000	258,500
Special Allowance	562,000	597,870
Washing Allowance	31,200	31,420
Tiffin Allowance	106,800	113,304
Conveyance Allowance	155,700	151,913
	40,569,227	**39,583,649**

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Schedule of Property, Plant & Equipment

As at 30 June 2019

Annexure-A

Amount in Taka

Sl No	PARTICULARS	COST				Rate of Dep.	DEPRECIATION				
		Balance as on 01.07.2018	Addition during The year	Adjustment /Disposal during the year	Balance as on 30.06.2019		Balance as on 01.07.2018	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2019	Written down value as on 30.06.2019
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Land & Land Development:**										
	Land	67,249,085	5,793,463	-	73,042,548		-	-	-	-	73,042,548
2	Building Decoration:										
	Functional Building Decoration	2,055,576	-	-	2,055,576	15%	915,333	171,036	-	1,086,370	969,206
	Office Building Decoration	3,479,939	-		3,479,939	15%	3,479,938	0	-	3,479,938	1
3	Furniture & Fixture	5,066,373	445,100	-	5,511,473	10%	2,752,761	275,871	-	3,028,632	2,482,841
4	**Office Equipment:**										
	Office Equipment	425,580	626,550	-	1,052,130	15%	197,217	128,237	-	325,454	726,676
	Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440	-	-	2,348,440	15%	2,106,529	36,287	-	2,142,815	205,625
	Office Equipment: Television	604,190	-	-	604,190	15%	270,730	50,019	-	320,749	283,441
	Office Equipment: CC Camera	811,327	196,950	-	1,008,277	15%	343,088	99,778	-	442,867	565,410
	Office Equipment: Other's	2,034,084	-	-	2,034,084	15%	1,890,645	21,516	-	1,912,161	121,923
5	Computer Equipment	6,609,200	1,594,341	-	8,203,541	20%	5,803,631	479,982	-	6,283,613	1,919,928
7	Motor Vehicles	71,795,903	16,716,621	-	88,512,524	20%	47,940,426	8,114,420	-	56,054,846	32,457,678
8	Engineering /Communication Equipment	5,117,292	563,658	-	5,680,950	15%	1,730,683	592,540	-	2,323,223	3,357,727
9	Books & Periodicals	715,115	-	-	715,115	20%	715,114	0	-	715,114	1
10	Sundry Assets	89,202	-	-	89,202	10%	52,767	3,643	-	56,411	32,791
Total		**168,401,306**	**25,936,683**	**-**	**194,337,989**		**68,198,863**	**9,973,330**	**-**	**78,172,193**	**116,165,796**

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Schedule of Intangible Assets

As at 30 June 2019

Annexure-B

Amount in Taka

SI No	PARTICULARS	COST				Rate of Dep.	DEPRECIATION				
		Balance as on 01.07.2018	Addition during The year	Adjustment /Disposal during the year	Balance as on 30.06.2019		Balance as on 01.07.2018	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2019	Written down value as on 30.06.2019
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Intangible Assets:**										
	Computer Software	1,231,056	706,763	-	1,937,819	20%	267,973	333,969	-	601,942	1,335,877
	Total	**1,231,056**	**706,763**	**-**	**1,937,819**		**267,973**	**333,969**	**-**	**601,942**	**1,335,877**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল	
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
০২	ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
০৪	গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
০৫	মোঃ মোখলেছুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
০৬	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
০৭	প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
০৮	এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
০৯	মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
১০	মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	

কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

চেয়ারম্যান
ফোন: ০২-৫৫০১৩৫১৭
ইমেইল: chair.berc@gmail.com

১

রহমান মুরশেদ

সদস্য
ফোন: ০২-৮১৮৯৮২৪
ইমেইল: rahman.murshed@gmail.com

২

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া

সদস্য
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০২
ইমেইল: mhb.berc@gmail.com

৩

মো: আবদুল আজিজ খান

সদস্য
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৫
ইমেইল: mdabdul_azizkhan@yahoo.com

৪

মো: মিজানুর রহমান

সদস্য
ফোন: ০২-৮১৮৯৮২১
ইমেইল: mizan9948@yahoo.com

৫

রেজানুর রহমান

পরিচালক (গ্যাস) [যুগ্মসচিব]
মোবাইল: ০১৭৪০-৯১১৬৩৬
ইমেইল: mrahman@itc.nt

৬

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সচিব (উপসচিব)
মোবাইল: ০১৭১১-০১৫০১০
ইমেইল: rafiq72f@gmail.com

৭

ড. মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (পেট্রোলিয়াম) [উপসচিব]
মোবাইল: ০১৭১১-১৯৪৪৫০
ইমেইল: didar_fd@yahoo.com

৮

সুলতানা আক্তার

উপপরিচালক (প্রশাসন) [সিনিয়র সহকারী সচিব]
মোবাইল: ০১৭১২-০২২৬৪৮
ইমেইল: sultanaakter18@yahoo.com

৯

মুহাম্মদ ইসমাঈল

চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
মোবাইল: ০১৭৪২-৫২১০৫৫
ইমেইল: ismail5155@gmail.com

১০

মোঃ হারুনুর রশিদ

উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৭১২-১৮১৯৯২
ইমেইল: mhrashid09@gmail.com

১১

মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন

উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
মোবাইল: ০১৭১২-৩৮৪৮৭৮
ইমেইল: s_islam38@yahoo.com

১২

নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)
মোবাইল: ০১৯১৪-৩০৬০১৩
ইমেইল: nkumer.berc@gmail.com

১৩

কামরুজ্জামান

উপপরিচালক (ট্যারিফ)
মোবাইল: ০১৭১৫-৮৫৫৭৮৭
ইমেইল: kzamanberc@gmail.com

১৪

মোঃ ফিরোজ জামান

উপপরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)
মোবাইল: ০১৭৭৯-১৭৪৭১৯
ইমেইল: firozberc@gmail.com

১৫

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভূঁইয়া

উপপরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
মোবাইল: ০১৭১২-৪৭৮৩৮৮
ইমেইল: rama-berc@yahoo.com

১৬

মোঃ আসাদুজ্জামান

সহকারী পরিচালক
মোবাইল: ০১৮১৬-৩২৯৪১৪
ইমেইল: eee_2k3ripon@yahoo.com

১৭

শাহী মো: তানভীর আলম

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)
মোবাইল: ০১৭১১-০৮০৫৫৩
ইমেইল: shahi.tanvir@gmail.com

১৮

বেলায়েত হোসেন

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
মোবাইল: ০১৭৮৩-৩৫৭০১৯
ইমেইল: belayetberc@gmail.com

১৯

তারেক আহমেদ

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৬৭৬-৮১৯৩৮৮
ইমেইল: tarek.107@gmail.com

২০

নাজিয়া হক

সহকারী পরিচালক (গ্যাস)
মোবাইল: ০১৯১৪-৭৪০৩০৮
ইমেইল: orin_sust@yahoo.com

২১

মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারী পরিচালক (আইন)
মোবাইল: ০১৭১৬-৪০৮৪০১
ই-মেইল: shahadot@gmail.com

২২

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
মোবাইল: ০১৮৫০-৬৮০৮০১
ইমেইল: sajib.prince@gmail.com

২৩

নাহিদ আফরোজ

সহকারী পরিচালক (হিসাব)
মোবাইল: ০১৯২৩-৭৭৪১০০
ইমেইল: nahid.afroze@yahoo.com

২৪

মোঃ রেজাউল হক

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম ও আইসিটি)
মোবাইল: ০১৯২৩-২৪৪৫৮৬
ইমেইল: reza_07_buet@yahoo.com

২৫

রাজু আহমেদ

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)
মোবাইল: ০১৬৭০-৮৩৭৭৬৩
ইমেইল: rajuahmedduib@gmail.com

২৬

মাকসুদা আহমেদ

সহকারী পরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)
মোবাইল: ০১৯২০-৫৬৭৪৯৯
ইমেইল: mahmed.799@gmail.com

২৭

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক (প্রটোকল)
মোবাইল: ০১৫৯১-১৬৯৮৫১
ইমেইল: mnurulislam1969@gmail.com

২৮

ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
মাননীয় স্পিকারের নিকট উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর নিকট উপস্থাপন

কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে
কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও পরিচালকবৃন্দ

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার
সার্বিক বিষয়ে বিফ্রিং করছেন সচিব, আইএবি

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন
এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

ই-নথি কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম

ই-নথি কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য রহমান মুরশেদ

কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত
সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কমিশনের সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে লাইসেন্স হস্তান্তর করছেন
কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

সর্বোচ্চ সংখ্যক ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় কমিশনের পরিচালক ড. মোঃ দিদারুল আলম'কে সম্মাননা দিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম এনডিসি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়োজিত কমিশনের বার্ষিক বনভোজন'১৯ এর খেলাধুলা পর্ব

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়োজিত কমিশনের বার্ষিক বনভোজন '১৯ এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

“টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা”

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.berc.org.bd